www.BANGLAKITAB.com

কিন্ন আমর, বকর, প্রভৃতি কেহই দণ্ডায়মান নাই। আর নির্বোধ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে না। এইরূপে এখানে খোদাভীতিকে আলেমদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এল্‌মবিহীন লোকের মধ্যে খোদাভীতি নাই বলা হইয়াছে।

ইহার সারমর্ম এই যে, এল্‌ম ভিন্ন খোদাভীতি হয় না। অর্থাৎ, খোদাভীতির জন্য এল্‌ম শর্ত। এল্‌ম খোদাভীতির কারণ নহে। শর্ত পাওয়া গেলে 'মাশ্‌রূত' অর্থাৎ যাহার জন্য শর্ত তাহার অস্তিত্ব জরূরী নহে। তবে শর্ত না পাওয়া গেলে যাহার কারণ তাহার অস্তিত্ব অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কারণের অভাবে যাহার কারণ তাহার অস্তিত্ব না থাকা জরূরী নহে। অন্য কোন কারণে উহার অস্তিত্ব হইতে পারে। কেননা, একটি কাজের বিভিন্ন কারণ হইতে পারে। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায়—যেখানে খোদাভীতি আছে সেখানে এল্‌ম অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ইহা অনিবার্য নহে যে, যেখানে এল্‌ম হইবে সেখানে খোদাভীতি অবশ্যই হইবে। অতএব, আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হইল না যে, এল্‌ম হইলে খোদাভীতিও অবশ্যই হইবে; বরং ইহা প্রমাণিত হইল যে, খোদাভীতি হইলে এল্‌ম নিশ্চয় থাকিতে হইবে। কেননা, মাশ্‌রূতের অস্তিত্ব হইলে শর্তের অস্তিত্ব তৎপূর্বে অবশ্যই হইতে হইবে। অথচ এই আয়াত দ্বারা এলেমের ফযীলত এইরূপে প্রমাণ করা হয় যে, 'এল্‌ম দ্বারা খোদাভীতি উৎপন্ন হয় বলিয়া এল্‌ম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।" এখন আবার উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করা হইল "এল্‌ম ভিন্ন খোদাভীতি উৎপন্ন হয় না বলিয়া এলম শিক্ষা করা জরূরী।" সুতরাং যে ব্যাখ্যা দ্বারা এলেমের ফযীলত প্রমাণ করা হয় তাহা ঠিক রহিল না।

এই প্রশ্নটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া মনে বিরাজমান ছিল, কিন্তু মাত্র দশ বার দিন পূর্বে ইহার উত্তর মনে উদিত হইয়াছে। জানি না এই প্রশ্নটি এতদিন ধরিয়া মনের মধ্যে কেন রহিল? হয়ত জবাবের দিকে লক্ষ্য হয় নাই কিংবা সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এখন জবাব মনে উদিত হইয়াছে।

উহার সারমর্ম এই, আরবের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী কোরআন নাযিল হইয়াছে। তর্ক-বিজ্ঞানের বিধান অনুযায়ী নাযিল হয় নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, কোরআন শরীফের তর্কবিজ্ঞান সুলভ বাক্য আদৌ নাই, কখনই নহে। কেননা, বিজ্ঞানের বাক্যগুলির সহিত কোরআনের বাক্যগুলির কোন বিরোধ নাই; বরং অর্থ এই যে, কোরআন কোন বাক্য দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার জন্য আরবের প্রচলিত ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। তর্ক-বিজ্ঞানের পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। অতএব, কোন বাক্য তর্কবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন বিশেষ অর্থ বুঝাইতে পারে এবং প্রচলিত ভাষানুসারে অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে। এমতাবস্থায় প্রচলিত ভাষানুরূপ অর্থ উদ্দেশ্য হইবে এবং তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুরূপ অর্থ হইবে না। সুতরাং

www.BANGLAKITAB.com

আয়াতের প্রতি যে প্রশ্নটি উত্থিত হইতেছে তাহা প্রচলিত আরবী অনুযায়ী নহে, তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুরূপ হইতেছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যদিও বাহ্যতঃ এই আয়াত দ্বারা তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, খোদাভীতির জন্য এল্‌ম্‌ জরূরী, এল্‌মের জন্য খোদাভীতি জরূরী নহে; কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়মে এই উপায়ে ইহাও প্রকাশ পায় যে, এলম হইলে খোদাভীতি অনিবার্য হয়। আর একটি আয়াতে ইহার নযীর দেখুন, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন :

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا *

"সৎব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রতিরোধ কর। অতঃপর যাহার সহিত তোমার শত্রুতা ছিল একেবারেই তোমার অকপট বন্ধু হইয়া যাইবে। আর ইহা ঐ সমস্ত লোকই লাভ করিতে পারে যাহারা ধৈর্যশীল।" অর্থাৎ দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করিতে পারে একমাত্র ধৈর্যশীল লোকেরা। এখানেও সেই সংযোজন যাহা اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ, "আলেমরাই আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করে।" আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা نفى এর পরে حرف استثناء আসিলে তাহা নির্দিষ্টতার অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু আয়াতের অর্থে সকলেই একথা মনে করে যে, এই গুণটির মধ্যে ছবরের এক বিশেষ অধিকার আছে এবং ছবরের কারণেই এই গুণটি হাছিল হইয়া থাকে। অন্যথায় তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে অর্থ এই হয় যে, ছবর ব্যতীত এই গুণ লাভ করা যায় না। যেন এই গুণ লাভ করার জন্য ছবর শর্ত এবং শর্তের অস্তিত্বের দ্বারা মাশ্‌রূতের (যাহার জন্য শর্ত) অস্তিত্ব অবধারিত ও অনিবার্য হয় না। অতএব, একথা জরূরী নহে যে, যাহার মধ্যে ছবর আছে তাহার মধ্যে এই গুণটিও থাকিবে। অতএব, প্রমাণিত হইল না যে, ছবর থাকিলে এই গুণটি হাছিল হইবেই। কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়মানুযায়ী এই আয়াতে একথাই বুঝা যাইতেছে যে, এই গুণটির মধ্যে ছবরের এক বিশেষ অধিকার আছে। যেমন আমাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি, মিঞা ওযূ সে-ই করিবে যে নামায পড়িবে। ইহাতে প্রত্যেকে বুঝে যে, নামায পড়ার মধ্যে ওযুর খাছ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যদি নামায না পড়িত, তবে ওযূই কেন করিবে। অত এব, বুঝা যায়, সে নামায পড়িবে। অথচ ওযূ নামাযের জন্য শর্ত, কারণ নহে। সুতরাং প্রচলিত ভাষার নিয়ম এবং তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মের পার্থক্য বুঝিয়া লওয়ার পর এখন একথা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই আয়াত দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, এল্‌মের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য। সুতরাং খোদাভীতির অভাবে

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌মের অস্তিত্বও লোপ পাইতেছে। এখন সারকথা এই যে, যেখানে খোদাভীতি নাই সেখানে এল্‌মও নাই।

এখন আর একটি কথা বলিতেছি, প্রশ্নের জবাব তো হইয়া গেল, যাহার অন্তরে এই প্রশ্নটি আপনাআপনি উদয় হয় নাই তিনি নিজের বোধ শক্তিকে ইহা বুঝিবার জন্য কষ্ট দিবেন না। যাহাদের মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইয়াছে, কেবল তাহাদের জন্যই আমি জবাবটি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা বর্ণনা করার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল আলেমদের সংশোধন করা। তাঁহারা যেন এই আয়াতে এলমকে খোদাভীতির জন্য শর্ত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকেন এবং এরূপ না ভাবেন যে, এলমের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য নহে। অতএব, এল্‌ম খোদাভীতি ছাড়াও হইতে পারে। কাজেই আমাদের মধ্যে যদিও খোদাভীতি নাই তথাপি আমরা আলেম এবং এলমের ফযীলত আমরা লাভ করিয়াছি; বরং তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, কোরআন শরীফ প্রচলিত ভাষার নিয়মানুযায়ী নাযিল হইয়াছে এবং আরবী ভাষার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই আয়াতে এল্‌মের অস্তিত্বের জন্য খোদাভীতির অস্তিত্ব থাকা অনিবার্য বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। কাজেই খোদাভীতি না থাকিলে কাম্য এল্‌মও নাই বুঝিতে হইবে।

এখন বাকী রহিল জাহেলদের কথা। তাহারা ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আয়াতের অর্থ ইহাই বুঝে যে, এল্‌লের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য, অর্থাৎ আলেম লোক খোদাকে ভয় করিবেই। আবার তাহারা দেখিতে পায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এল্‌ম আছে কিন্তু খোদাভীতি নাই। তখন কোরআনের উপর তাহাদের সন্দেহ হয় যে, কোরআনের এই বিধানটি ঠিক নহে। ইহার একটি জবাব ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে যে, এখানে আয়াতে এল্‌ম বলিতে পূর্ণাঙ্গ এল্‌ম উদ্দেশ্য যাহা অন্তরে স্থান করিয়া লয়। শুধু শাব্দিক এল্‌ম নহে, কেননা, উহা মূল উদ্দেশ্য নহে।

॥ এল্‌মের প্রকার ॥

দ্বিতীয় আরও একটি উত্তর আছে। তাহা বড়ই কাজের কথা। বিশেষ করিয়া তরীকত-পন্থীদের জন্য। তাহা এই যে, এলম দুই প্রকার। এতদুভয় প্রকারের এলমই খোদাভীতির মধ্যে প্রযোজ্য। এক প্রকারের এল্‌ম 'আক্‌লী' আর এক প্রকারের এল্‌ম 'হালী'। আক্‌লীকে কখন কখন এ'তেকাদীও বলা হয়। আর হালীকে স্বভাবগত এল্‌ম বলা হয়। যেখানে এলম এ'তেকাদী, সেখানে খোদাভীতিও এ'তে-কাদী। (অর্থাৎ, যদি বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া আমলে উহার নিদর্শন প্রকাশ না পায়, তবে খোদাভীতিও বিশ্বাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কাজে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইবে না) আর যেখানে এল্‌ম হালী; সেখানে খোদাভীতিও হালী। ইহাই কবি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, علم گر بر دل زنی یارے شود

www.BANGLAKITAB.com

"এল্‌ম যদি অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া বিস্তার করে, তবে তাহা সহায়ক হইয়া থাকে।" এখন এমন কেহই রহিল না যাহার মধ্যে এল্‌ম আছে কিন্তু খোদাভীতি নাই। যাহাকে আলেম মনে করিয়া খোদাভীতি হইতে শূন্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে হা-লী খোদাভীতি (স্বভাবগত ভয়) নাই। বিশ্বাস সংক্রান্ত খোদাভীতি হইতে সেও শূন্য নহে। অতএব, যেমন তাহার এল্‌ম এ'তেকাদ বা বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তাহার খোদাভীতিও তদ্রূপ বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাতে এই সন্দেহেরও অবসান ঘটিল যে, এই আয়াতে খোদাভীতিকে আলেমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ অনেক জাহেলের মধ্যেও বেশ খোদাভীতি রহিয়াছে। উত্তর পরিষ্কার। অর্থাৎ, যাহাদিগকে জাহেল মনে করা হইতেছে বিশ্বাস সংক্রান্ত এল্‌ম হইতে তাহারাও খালি নহে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী হওয়া, মহা শক্তিমান ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী হওয়ার বিশ্বাস তাহাদেরও আছে। ইহাকেই এল্‌মে এ'তেকাদী বলে। তবে সে এল্‌ম হইতে শূন্য হইল কেমন করিয়া?

এখন বিশ্বাসগত খোদাভীতির অর্থ বুঝিয়া লউন। মন্দের সম্ভাবনা এবং আযাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস থাকাকেই এ'তেকাদী ভয় বলা হয়। অতএব, এমন কোন্ মুসলমান আছে, যে নিজের সম্বন্ধে এরূপ ভয় না রাখে যে, হয়ত আমার আযাব হইতে পারে, মূল ঈমানের জন্য অবশ্য এতটুকু ভয়ই যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ঈমানের জন্য এতটুকু ভয় যথেষ্ট নহে; বরং ইহার জন্য হা-লী খোদাভীতি (স্বভাবগত ভয়) থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, অবস্থায়ও খোদাভীতির নিদর্শন থাকিতে হইবে। ইহার ফলে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও প্রতাপ অন্তরে বিরাজমান থাকে। জাহান্নামের আযাব প্রতি মুহূর্তে চোখের সম্মুখে হাযির থাকে। এই পূর্ণ মাত্রার খোদাভীতি সম্বন্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "যেনাকারী যখন যেনা করে তখন মুমেন অবস্থায় সে যেনা করে না।" অর্থাৎ, যেনা করার অবস্থায় যেনাকারীর ঈমান থাকে না। এখানে শুধু বিশ্বাস সংক্রান্ত ঈমান উদ্দেশ্য নহে যাহাতে খোদাভীতি কেবল বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ; বরং এখানে পূর্ণাঙ্গ ঈমান উদ্দেশ্য, যাহার সহিত খোদাভীতি সমস্ত অবস্থায় ও কাজে প্রকাশ পায়। ইহাতে ইস্‌লাম বিরোধী শত্রুদের প্রশ্নের জবাবও হইয়া গেল। তাহারা বলে, হাদীসটির দ্বারা তো বুঝা যায় যে, মুমেন লোক যেনা করিতে পারে না অথচ আমরা বহু মুসলমান যেনাকার দেখিয়াছি। ইহার উত্তর এই যে, এখানে সেই মুমেন উদ্দেশ্য নহে যাহাদের ঈমান শুধু বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ: বরং মুমেনে হা-লী উদ্দেশ্য (যাহার মধ্যে ঈমান অবস্থা এবং কাজেও প্রকাশ পায়)

ফলকথা, এই আয়াতে আলেমদেরও সংশোধন করা হইল, সাধারণ লোকদেরও সংশোধন করা হইল এবং আমার বর্ণনায় তরীকত পন্থীদের কতিপয় সন্দেহের নিরসন

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া গেল আর ইসলামের শত্রুদের সন্দেহেরও উত্তর হইয়া গেল। সারকথা এই যে, কোরআনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ—এল্‌ম থাকিলে খোদাভীতি অনিবার্য। আর শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থ হয়—খোদাভীতি থাকিলে এল্‌ম অনিবার্য, যেন উভয় দিক হইতে পরস্পর অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

যদি কাহারও এল্‌ম থাকে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ খোদাভীতি উৎপন্ন হইয়া যাইবে। আর কাহারও মধ্যে খোদাভীতি থাকিলে উহা তাহাকে এল্‌মের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। অতএব, এই পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এইরূপ হইল, যেমন কোন কবি বলিয়াছেন :

بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف + گر بکشد زهے طرب و ربکشم زهے شرف

"অদৃষ্ট ভাল হইলে তাহার আঁচল হাতে আসিয়া যাইবে। অতঃপর সে টানিয়া নিলেও উদ্দেশ্য সফল হইবে, আমি টানিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সফল হইবে; সুতরাং উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য সফল হইবে।" খোদা তা'আলার ইচ্ছা, তিনি এল্‌ম আগে দান করিতে পারেন এবং তাঁহার ভয় পরে দান করিতে পারেন, কিংবা ইহার বিপরীতও করিতে পারেন। এখানে একটি হাকীকত (গূঢ় বিষয়) এমন আছে যে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় বস্তু এক সঙ্গেও করিয়া দিতে পারেন। কেননা, দুইটি বস্তু অস্তিত্বের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ও পরবর্তী তখনই হয় যখন ইহাদের একটির কারণে অপরটি অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। এমনও কোন সময় হইয়া থাকে যে, কোন এক তৃতীয় বস্তুর কারণে উভয় বস্তুর অস্তিত্ব হয়। তখন উভয় বস্তুই এক সঙ্গে অস্তিত্বে আসিবে। অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী থাকে না। এখানেও একটি তৃতীয় বস্তু এইরূপ আছে যাহা এল্‌ম এবং খোদাভীতি উভয়েরই কারণ হইতে পারে। তাহা কি? আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের জোশ্‌ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী। যদি তাঁহার রহমতের জোশ্‌ এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তদবস্থায় এল্‌ম এবং খোদাভীতি এক সঙ্গে পাওয়া যাইবে। অতএব, এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন অনুগ্রহ পূর্বক উভয় বস্তু এক সঙ্গে দান করেন। বস্ এখন শেষ করিতেছি।

॥ খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা ॥

আয়াতের শুধু একটি অংশ বাকী রহিয়াছে। উহা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া দিতেছি যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

"নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী খুব ক্ষমাকারী।"

ইতিপূর্বে এল্‌মের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বলিয়াছেন যে, আলেমগণ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। এখন এই বাক্যে ভয় করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী। ইহাতে ভয় প্রদর্শন করা হইল। অতঃপর ভয় করার ফল

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি খুবই ক্ষমাশীল। তাঁহাকে যাহারা ভয় করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। ইহাতে বলিয়া দিয়াছেন যে, খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা এই জন্যও আছে যে, তদ্দ্বারা ক্ষমা পাওয়া যায়। ইহাতে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অথবা অন্য কথায় বলুন, عزيز শব্দে দেখাইয়াছেন যে, তিনি ক্ষতিও করিতে পারেন। আর غفور শব্দে বলিয়াছেন: তিনি হিতও সাধন করিতে পারেন। এই দুইটি বস্তু দ্বারা খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা এইরূপে প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা এই কারণেও প্রয়োজন—যেহেতু ক্ষতি ও হিতসাধন উভয়টি তাঁহারই হাতে। এমন না হয় যে, তিনি তোমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং হিত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকিও না। ইহাতেও ভীতিপ্রদর্শন এবং উৎসাহ প্রদান উভয়ই রহিয়াছে। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সুষ্ঠু বোধ শক্তি এবং সরল ভাবে কাজ করিবার তাওফীক দান করেন।

امين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

—(*)—

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণনা পদ্ধতির তা'লীম

(تعليم البيان)

১৩৩০ হিজরী, রজব মাসের ১১ তারিখে, থানাভোয়ান্ শহরে এমদাদুল ওলুম মাদ্রাসায় দাঁড়াইয়া, হযরত থানভী (রঃ) বর্ণনা প্রণালী সম্বন্ধে, এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট ব্যাপী এই ওয়ায করিয়াছিলেন। মৌলবী সাঈদ আহমদ সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

o

আজ আমাদের মধ্যে যেই এল্‌ম রহিয়াছে ইহার বদৌলতে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে দাখিল হইতে পারি। ইহা বয়ানের নেয়ামতের সাহায্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পূর্ববর্তী নেককার ওলামায়ে কেরাম যদি নানাবিধ এলম প্রকাশ ও একত্রিত না করিয়া যাইতেন, তবে আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এইরূপে আমরাও যদি এই সংক্রামক সওয়াব হাছিল করিতে চাই, তবে ইহার উপায় একমাত্র এই যে, আমরা লেখা ও বক্তৃতায় দক্ষতা অর্জন করি এবং দ্বীনী এল্‌মসমূহ অন্যান্য লোকদের নিকট পৌঁছাই।

o

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۭ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ o

www.BANGLAKITAB.com

॥ সূচনা ও প্রয়োজনীয়তা ॥

ইহা সকলেই জানেন যে, এখন একটি খাছ ও মুবারক মজলিসের উদ্বোধন করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য শুধু তালেবে এলমদের মধ্যে বক্তৃতার অভ্যাস পয়দা করা, যেন তাহাদের মধ্যে এল্‌ম হাছেল করার উদ্দেশ্য সফলে ক্রটী না থাকে এবং তাহাদের লেখাপড়া তাহাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে। অন্যান্য লোক-দেরকেও যেন পৌঁছাইতে পারে। সে সম্বন্ধে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই এখন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করা হইয়াছে। আমি অদ্যকার বর্ণনার জন্য পূর্ব হইতেই এই আয়াতটি নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে কারী ছাহেবও এই রুকূ'টিই শুনাইলেন। কারী ছাহেব তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেই আমার ধারণা হইল, উভয়ের নির্বাচনের এই সামঞ্জস্য অদ্যকার মজলিস আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবুল হওয়ারই লক্ষণ।

শবেকদর সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে—একই ধরণের কতকগুলি স্বপ্নে একথা প্রকাশ পাইতেছে যে, শবে কদর (রমযান শরীফের) এই শেষ দশ দিনের মধ্যেই আছে। সুতরাং প্রবল ধারণাও ইহারই অনুকূল। ইহা হইতে তত্ত্ববিদগণ ইহাই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ঐক্য ভাবে কয়েকটি অন্তরে কোন বিষয় উদিত হওয়ার দ্বারা একথারই ধারণা প্রসূত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত উদিত বিষয়টি ঠিক এবং যথার্থ। যদিও আমরাই বা কি? এবং আমাদের উদিত বিষয় বস্তুই বা কি? কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র উদিত বিষয়ের ফলও আমরা তাহাই বলিব যাহা বড় বড় ব্যাপারে বড় বড় উদিত বিষয়ের ফল হইয়া থাকে।

এখন একই সঙ্গে আমার ও কারী ছাহেবের অন্তরে এই কথা আসা যে, ঐ আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। বলা বাহুল্য আমরা উভয়ে অবশ্য "আল্‌হামদু লিল্লাহ্" অন্ততঃ মুসলমান এবং আমাদের মজলিসও ক্ষুদ্রই। ইহাতে লক্ষণ এই পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের অদ্যকার মজলিস ইনশাআল্লাহ ফায়েদাহীন নহে; বরং আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা কবুল করিবেন। কিন্তু কেবল এই লক্ষণের উপর যথেষ্ট মনে করা এবং নির্ভর করা উচিত হইবে না; বরং ইহা কবুল হওয়ার জন্য তদবীরও করিতে হইবে। তাহা হইল সুন্নতের পায়রবী। তৎসঙ্গে দোআও করিতে হইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ওয়ায শেষে তাহা করা হইবে। দোআয় ইহাও প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে যেন ফলপ্রসূ করেন এবং যেন সুন্নতে নববীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকে। শরীয়তের সীমা যেন ছাড়াইয়া না যায়। প্রত্যেক বিষয়ে দোআই বড় জিনিষ। তবে মনে আনন্দ-দায়ক লক্ষণও যদি পাওয়া যায়, তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা এক প্রকারে শুভ-সংবাদ প্রদানকারী এবং ইহা অতি নিম্নস্তরের খোশ-খবরী। ইহার

www.BANGLAKITAB.com

পরবর্তী স্তর চেষ্টা ও তদবীরের। আর সর্বোচ্চ স্তর হইল দোআর, তৎসঙ্গে তদবীর হওয়া আবশ্যক যেন প্রত্যেক বিষয়ে সফলতার কার্যকরীকরণে সর্বশেষ অংশ 'দোআ' হয়। সুতরাং উপকার লাভে দোআরও বড় অধিকার রহিয়াছে। এই কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে বলিলাম, এখন আমি আমার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছি।

॥ মহান রহমত ॥

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াতগুলিতে নিজের কতিপয় খাছ খাছ কাজের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সরাসরি তাঁহার রহমত। আবার নিজের পবিত্র নামও রহমতের বিশেষণেই উল্লেখ করিয়াছেন, এই আয়াতগুলিতে তিনটি রহমতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনটিই বড় বড় রহমত। তিনটি রহমতের উল্লেখই الرحمن নামের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছে। কেননা, তিনটি বাক্যেই الرحمن শব্দটি উদ্দেশ্য এবং তৎপরবর্তী কথাগুলি স্ব স্ব বাক্যে বিধেয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ বলিয়াছেন :

الرحمن علم القرآن - الرحمن خلق الانسان - الرحمن علم البيان -

ইহাতে বুঝা যায়, তিনটি নেয়ামতের উদ্দেশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত প্রকাশ করা। ইহার নযীর এইরূপ মনে করুন, যেমন, কোন হাকীম কাহাকেও লক্ষ করিয়া বলেন : "দয়ালু হাকীম আপনাকে পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, দয়ালু হাকীম আপনাকে অফিসার বানাইয়াছেন। দয়ালু হাকীম আপনাকে উন্নতি দান করিয়াছেন।" এইরূপে এসমস্ত নেয়ামতের উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলার রহমত, আর রহমতও মহান এবং বিরাট। কেননা رحمن শব্দটি 'আতিশয্য জ্ঞাপকরূপ। অতএব, তরজমার সারাংশ এই হয় :

১। "যিনি অতিশয় দয়ালু, তিনি কোরআন তা'লীম দিয়াছেন," ইহা প্রথম নেয়ামত।

২। "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন," ইহা দ্বিতীয় নেয়ামত।

৩। "তিনি মানুষকে বর্ণনা শক্তি দান করিয়াছেন," ইহা তৃতীয় নেয়ামত।

এই তিনটি নেয়ামতের মধ্যে আমার অদ্যকার বক্তব্যের সম্পর্ক তৃতীয় বাক্যটি। কিন্তু বাকী নেয়ামত দুইটি যেমন, তৃতীয়টির পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্রূপ সেই দুইটির অস্তিত্বও তৃতীয়টির পূর্ববর্তী—ইহাদের অগ্রবর্তিতা অনুভবনীয়ই হউক, কিংবা উপলব্ধি করার বিষয়ই হউক। অতএব, সেই নেয়ামত সম্বন্ধীয় আয়াত দুইটিকেও তেলাওয়াত করা হইল। বস্তুতঃ সৃষ্টির নিয়মানুসারে একটি নেয়ামত অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টি পূর্ববর্তী ও নির্ভরশীল হওয়া প্রকাশ্যেই দেখা যায় এবং যাবতীয় কার্যের জন্য আগে মানুষের সৃষ্টি শর্ত। কেননা, মানুষ সৃষ্ট না হইলে তাহাকে বয়ানের তা'লীম

www.BANGLAKITAB.com

দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব, তা'লীম দেওয়া ও গ্রহণ করা নির্ভর করে নিজের অস্তিত্বের উপর এবং অস্তিত্ব নির্ভর করে সৃষ্টির উপর।

ইহা হইতে প্রকাশ্যে বুঝা যায়, একথা উল্লেখ করারও প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ইহা সকলেই জানে যে, সৃষ্ট না হইলে বয়ান করিতে পারিতাম না। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ইহাকে উল্লেখ করার মধ্যে একটি রহস্য আছে। তাহা এই যে, মানুষ সৃষ্টিরূপ নেয়ামতটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, যে নেয়ামত অন্য কোন নেয়ামতের জন্য উছিলা, তাহা এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র এবং উদ্দেশ্যমূলক নেয়ামত বটে। উহাকে শুধু উছিলার পর্যায়ে ফেলিয়া রাখা যায় না। অর্থাৎ কোন নেয়ামত যেহেতু অন্যান্য নেয়ামতের জন্য উছিলা স্বরূপ হইয়া থাকে, কাজেই সেদিকে অনেক সময় মনোযোগই হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে উহার উল্লেখ করিয়া তিনি যেন বলিয়া দিতেছেন যে, ইহা খুব বড় নেয়ামত। ইহাও স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যণীয় ও উল্লেখযোগ্য। শুধু বয়ান তা'লীম দেওয়াই একমাত্র নেয়ামত নহে। যদি এই সৃষ্টিরূপ নেয়ামতটি উল্লেখ করা না হইত, তবে শুধু শব্দের দ্বারা বুঝা যাইত না যে, ইহা একটি উদ্দেশ্যমূলক নেয়ামত। অতএব, উহা উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টির প্রতি সচেতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহা অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি শুধু অন্য নেয়ামতের উছিলাই নহে স্বতন্ত্র একটি বড় নেয়ামতও বটে। কেননা, মানুষ সৃষ্টি করা শুধু তা'লীমে বয়ানের উছিলা নহে ; বরং সৃষ্টি করার মধ্যে আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। যাহা হউক, তা'লীমে-বয়ানরূপ নেয়ামতটি যে মানুষ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়।

এখন রহিল দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ তা'লীমে-কোরআন নেয়ামতটি তা'লীমে-বয়ানের উপর অগ্রবর্তী হওয়া। ইহা অতি সূক্ষ্ম কথা, এমন কি, আলেমগণও অনেক সময় এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, তা'লীমে বয়ান শরীয়তের নিয়মানুসারে তা'লীমে কোরআনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোরআন ছাড়া যদিও বাহ্যিকভাবে বয়ানের অস্তিত্ব হইয়া যায়, কিন্তু সেই অস্তিত্ব সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য তা'লীমে-কোরআনের পরে হইবে। কেননা, ওয়াযে ও বর্ণনায় যদি তা'লীমাতে কোরআনিয়ার প্রতি লক্ষ না রাখা হয়, তবে উক্ত বয়ান ও ওয়ায শরীয়ত অনুযায়ী বাতিল এবং না হওয়ার শামিল। যেমন, আজকাল অনেকেই কোরআনের তা'লীম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছে। সাধারণ লোকদিগকে বহুতই দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাজে তাহারা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে এবং শরীয়ত বিধানের প্রতি একটুও লক্ষ করে না। কিন্তু আমি এইরূপে তালেবে এল্‌মদিগকেও তাহাদের কথায় এবং কাজে শরীয়তের পথ ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর দেখিতেছি। কোরআনের তা'লীমকে তাহারাও অনেক বেশী ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কারণেই ওলামায়ে হক্ তালেবে-এল্‌মদিগকে এরূপ সভাসমিতির অনুমতি প্রদান

www.BANGLAKITAB.com

করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা আশঙ্কা করেন—ইহারা সভা সমিতির কার্য নির্বাহ করার কাজে শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

॥ সুন্দর বয়ান ॥

যেমন, আমি এখন কোন কোন নও-জওয়ান আরবী ছাত্রকেও দেখিতেছি যে, তাহারা এ সমস্ত মজলিসেও শরীয়তের অনেক বিষয়ই ছাড়িয়া যাইতেছে। কোন কোন সময় সত্যের বিরোধী বিষয় বর্ণনা করে। কোন কোন সময় ইয়োরোপের ভক্তবৃন্দের পদ্ধতি অবলম্বন করে। তদুপরি যুলুম এই যে, তাহাদের মুরব্বি ওস্তাদ সাহেবান তাহাদিগকে এই পদ্ধতি অবলম্বনে বাধা দিতেছেন না; বরং তাহাদের ওয়াযের পুঁজিতে ইহাকে সহায়ক ও শক্তি উৎপাদক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

ইহার কারণ এই যে, এল্‌মের তো অভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং গিল্টি করার প্রয়োজন হইতেছে। যেহেতু খাঁটি জিনিষ তহবীলে নাই। কাজেই মেকী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। যাহার নিকট খাঁটি বস্তু থাকিবে তাহার গিল্টি করার প্রয়োজন কেন হইবে? খাঁটি বিষয়বস্তুওয়ালা বক্তার গিল্টি ও চাকচিক্যহীন বয়ানে যদিও শব্দের ঘটা ও চাকচিক্য নাই কিন্তু তাহাতে বাতেনী সৌন্দর্য থাকে। পক্ষান্তরে গিল্টি করা তাক্‌রীরে যদিও বাহ্যিক চাকচিক্য থাকে কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সেই বাহিরের চাকচিক্য লোপ পাইয়া কেবল শব্দগুলিই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, চিন্তার দ্বারা উভয় প্রকারের তাকরীরের পরীক্ষা হইয়া যায়। এই মর্মেই হাফেয (রঃ)বলেন:

خوش بود گر محک تجربه آید بمیان + تا سیه روشود هرکه دروغش باشد

"অর্থাৎ, উত্তম ব্যবস্থা এই যে, আমাকে এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরীক্ষার কষ্টি পাথরে ঘষিয়া দেখা হউক। যাহার মধ্যে ভেজাল প্রমাণ হইবে তাহার মুখ কাল হইয়া যাইবে।" কেননা,ইহাতে যদিও বর্তমানে চাকচিক্য দেখা যাইতেছে কষ্টি পাথরে ঘষিলে সবকিছুই লোপ পাইবে। আর যাহা খাঁটি তাহা তথায় যাইয়াও চাকচিক্যের সহিতই থাকিবে; বরং উহার উজ্জ্বলতা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। ফলকথা, যাহার নিকট এল্‌মের পুঁজি আছে তাহারকোন প্রকার গিল্টি করারপ্রয়োজন হয় না। আর যাহার নিকট এই পুঁজি নাই, সেই সর্বপ্রকারের গিল্টির দ্বারা কার্যোদ্ধার করে, তবুও সেই সৌন্দর্য পয়দা হয় না। এই সৌন্দর্যকে লক্ষ করিয়াই হাফেয (রঃ) বলিতেছেন:

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ + قبول خاطر وحسن سخن خدا داد است

دلفریبان بناتی همه زیور بستند + دلبر ماست که باحسن خدا داد امد

আরও বলেন, "হে দুর্বল রচনাকারী! হাফেযের প্রতি কি হিংসা পোষণ করিবে! জনপ্রিয়তা এবং বাক্যের সৌন্দর্য খোদা প্রদত্ত বস্তু।" "মনোহারিণী বালিকারা সকলেই অলংকার পরিয়া অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়াছে। আর আমার প্রেয়সী' খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্য লইয়া আসিয়াছে।"

www.BANGLAKITAB.com

আমি হক্‌পন্থী মহাপুরুষদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের সরল সাদাসিধা শব্দগুলিতে এমন সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে যে, তাহা বড় বড় রূপক ও উপমিতিযুক্ত ভাষার মধ্যে থাকে না। ইহারা যত সজ্জিত ও চাতুর্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া থাকে উহাদের সৌন্দর্য কেবল প্রথম দৃষ্টি পর্যন্তই। যতই জোর দৃষ্টি দিতে থাকিবেন ততই উহার নমনীয়তা দুর্বল হইয়া উহা যে কেবল কতকগুলি শব্দের সমাবেশ তাহা প্রকাশ হইতে থাকিবে। কেননা, সেখানে এল্‌মের মূলধন নাই। পক্ষান্তরে হক্কানী আলেমদের তাকরীরে তাহাদের সাদাসিধা শব্দগুলির অবস্থা এইরূপ—

يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا + إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

"যতই নযর বেশী করিবে ততই তোমার সম্মুখে তাহার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

॥ বয়ানের ফল ॥

একজন ডাক বিভাগীয় পরিদর্শকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি একজন সত্যান্বেষী লোক ছিলেন। সত্যান্বেষী লোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। তিনি জনৈক লোক সম্বন্ধে যিনি এই সাংবাদিক জগতে একজন বিখ্যাত লোক, বলিতেছিলেন যে, আমি তাঁহার সঙ্গ লাভের ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে করিলাম, তাঁহার মত তত্ত্ববিদ আর কেহ নাই। কিন্তু যখন হইতে আমি আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের ওয়ায শুনিয়াছি, যাঁহারা তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাও করিতে পারেন না, বড় বড় বুলিও আওড়াইতে পারেন না, তখন হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আসল এল্‌ম কি জিনিষ।

তিনি আরও বলিতেন, আমি গভীর চিন্তা করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক ও নূতন ধরণের লোকদের তাকরীরের মধ্যে যে প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, তাহাদের তাক্‌রীর প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। সত্য তাহাতেই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহাতে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে উহার গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতে থাকে। উহা দুর্বল, শক্তিহীন, অসত্য এবং গিল্টি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের তাক্‌রীর প্রথম দৃষ্টিতে রংবিহীন ফেকাশে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যতই উহাতে গভীর ভাবে চিন্তা করা হয়, ততই উহাদের শক্তি এবং সত্যের আনুকূল্য বুঝা যাইতে থাকে এবং অন্তরে উহার খুব গভীর ক্রিয়া হইতে থাকে। ফলে ঐ সমস্ত গিল্টি করা তাক্‌রীরের প্রভাব ও ক্রিয়া অন্তর হইতে মুছিয়া যাইতে থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ বর্ণনা পদ্ধতি ॥

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় যে, আজকাল আলেমদের উপর নানাবিধ প্রশ্নবানের মধ্যে এই প্রশ্নও করা হয় যে, আলেমরা বক্তৃতা করিতে পারে না কেন? ইহার উত্তর হইল, আমাদের কাছে যখন কোরআন ও হাদীসের এবং উহাদের বিভিন্নমুখী তা'লীমাতের মূলধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আমাদের কোন বাহ্যিক চাকচিক্যে কি প্রয়োজন? কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

زعشق نا تمام ما جمال یار مستغنی ست + باب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبارا

"বন্ধুর নিখুঁত সৌন্দর্য আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এশ্‌কের মুখাপেক্ষী নহে। যে চেহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী তাহাতে পাউডার লাগাইয়া এবং তিলক চিহ্ন ও বিচিত্র দাগ কাটিয়া সুন্দর করার প্রয়োজন হয় না।" অর্থাৎ, তাকরীরের ঢং লিখিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। আমি তো পরিষ্কার বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি বক্তৃতায় ঢং অবলম্বন করে, সে প্রথমেই আমাদের অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করিয়া থাকে। আমরা তো সেই প্রণালীই পছন্দ করি হাদীসে যাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ 'আমরা সাদাসিধা উম্মত।" হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পছন্দ ইহাই ছিল যে, তাঁহার উম্মত যেন সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। এই জন্যই তিনি এখানে 'نَحْنُ' অর্থাৎ 'আমরা' শব্দটি বলিয়া সমস্ত উম্মতকে শামিল করিয়াছেন। ইহাই নবীর পায়রবী ও আনুগত্যের প্রাণবস্তু, অর্থাৎ, কথার মধ্যে সম্পূর্ণ সাদাসিধা হওয়া। اُمِّيَّةٌ শব্দটি اُمٌّ অর্থাৎ 'মা' এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের জীবন তেমনি সাদাসিধা থাকিবে মাতৃ-উদর হইতে জন্মগ্রহণ করার পর শৈশবে আমরা যেমন সাদাসিধা ও সরল ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না; বরং কাজে ও ব্যবহারে সরলতা বিদ্যমান ছিল। ইহাই শিশুদের গুণ যাহার কারণে প্রত্যেকে শিশুকে ভালবাসে। অন্যথায় শিশুরা শৈশবে যেমন মলমূত্রে ডুবিয়া অপবিত্র হইয়া থাকে তদবস্থায় স্বভাবতঃ সকলেরই তাহাদের প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল। আর যে সমস্ত বৃদ্ধ লোকের মধ্যে এই শিশুসুলভ সরলতা বিদ্যমান থাকে, আমরা দেখিতেছি, বড় বড় সুন্দরীরা তাহাদের প্রতি কোরবান হইতেছে। অতএব, উম্মী হওয়ার আসল অর্থ এই সরলতা ও সাদাসিধা স্বভাব। আর লেখাপড়া না জানা যাহা উম্মী শব্দের বিখ্যাত অর্থ তাহাও এই সরলতারই একটি শাখা। অতএব, ওয়ায এবং তাকরীরের মধ্যেও কৃত্রিমতা ও গিল্‌টি না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং গিল্‌টি ও কৃত্রিমতার আবরণ হইতে পবিত্র থাকা আবশ্যক। অবশ্য ওয়াযের মধ্যে সাদাসিধা বিষয়-বস্তুর সহিত বর্ণনা-ভঙ্গী খুব পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখন এই প্রণালী একেবারেই ছুটিয়া যাইতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ ভাষার বিশেষত্ব ॥

আমরা আলেমদিগকে দেখিতেছি, প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে ভাষার প্রচলিত ভাবভঙ্গী ও নিয়ম-কানুন আসা-যাওয়া করে, অথচ শরীয়তের কথা বাদ দিলেও আরো একটা কথা দেখিতে হইবে যে, আমাদের মাতৃভাষা উর্দু এবং ইহার কিছু বিশেষত্বও আছে। যেমন, দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভাষারই কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। এখন নূতন ভাবধারা অবলম্বন পূর্বক ইংরেজী ভাষার বৈশিষ্ট্যকে উর্দু ভাষার মধ্যে ঢুকান হইতেছে এবং উহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ ইংরেজী ভাষার বিশেষত্বগুলি এই ভাষার সহিত মোটেই খাপ খায় না। উহার ফলে উর্দু ভাষা একেবারে নিরস এবং বিকৃত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক নিজদিগকে উর্দু ভাষার রক্ষক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অথচ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা উর্দু ভাষার অস্তিত্ব লোপকারী। কেননা, প্রত্যেক ভাষার একটা থাকে মূলবস্তু আর একটা থাকে বাহ্যিক আকার। আর এতদুভয়ের সমষ্টির নাম উর্দু ভাষা, শুধু মূলবস্তুর নাম নহে। অতএব, উর্দু ভাষার রূপ যদি বাকী না থাকে, তবে ইহা উর্দু ভাষা কিরূপে থাকিবে?

অতএব, আমরা যদি উর্দু ভাষার রক্ষকই হই, তবে আমাদের উচিত উহার বিশেষত্বগুলি কায়েম রাখা। আমাদের কথাবার্তা এরূপ হওয়া উচিত যেন অপর কেহ শুনিলে মনে করে যে, আমরা ইংরেজীর একটি হরফও জানি না এবং ইংরেজী ভাষার সহিত আমাদের কোন বিষয়ে সামঞ্জস্যও নাই। ইহা হইতেও আশ্চর্যের কথা এই যে, আজকাল আরবী পড়ুয়া ছাত্রদের তাকরীরেও ইংরেজী শব্দ অনেক ঢুকিয়া পড়িতেছে। অথচ তাহাদের তাক্‌রীরের মধ্যে অন্য কোন ভাষার শব্দ আসিলে সে স্থলে আরবী ভাষার শব্দ স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কেননা, প্রথমতঃ ইহারা আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা এবং এই হিসাবেই আরবী ভাষাই আলেমদের আসল ভাষা। উর্দু ভাষা তো অল্প দিন হয় আমাদের ভাষা হইয়াছে। নতুবা আমাদের আসল এবং পৈতৃক ভাষা আরবীই বটে। কেননা, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব হইতেই এদেশে আসিয়া হিন্দুস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

অনেক সময়ে একথা ভাবিয়া আমার খুবই আফসুস হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ নিজেদের বংশ-তালিকা পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সংরক্ষণ করেন নাই। অথচ ইহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল না, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেই যেই দেশে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছেন, অধিকাংশ দেশেই সারা দেশবাসী তাঁহাদের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত সেই ভাষাই প্রচলিত আছে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাও হয়ত করেন নাই। যেমন,

www.BANGLAKITAB.com

মিশরকেই দেখুন। ছাহাবায়ে কেরামের বদৌলতে সমগ্র মিশরের ভাষা আরবী। যদিও সমগ্র মিশরের ধর্ম ইসলাম নহে। যাহা হউক, যদি বলেন, 'গায়ের-ছাহাবীর মধ্যে ছাহাবীদের ন্যায় বরকত ছিল না এবং সেই কারণেই সমস্ত বিজিত সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ভাষা তো রক্ষা করিতে পারিতেন? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুস্থানে আসিয়া তাঁহারা নিজেদের ভাষা চালু করা তো দূরের কথা নিজেদের ঘরেও উহাকে রক্ষা করেন নাই।

॥ মিশ্রণ ও সাদৃশ্যতা ॥

চিন্তা করিলে ইহার কারণ এই বুঝা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই এদেশে একাকী পদার্পণ করিয়াছেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন করিয়া এদেশের নওমুসলিম মহিলাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন। কাজেই সন্তানদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রভাবই অধিক পড়িয়াছে, আর ইহার ফলেই এই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মাতৃপ্রভাবের কারণেই আজ মুসলমানদের মধ্যে 'তীজাহ্' প্রভৃতি কুসংস্কার অবশিষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ, যেহেতু হিন্দী মেয়েলোকদের মধ্যে নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের রসম অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং সেই পূর্বদিন আসিলে তাহারা হয়ত নিজ নিজ স্বামীকে বলিয়া থাকিবে এরূপ দিনে আমরা এরূপ অনুষ্ঠান করিতাম, বহিরাগত মুসলমানগণ বাহ্যদৃষ্টিতে উহাতে কোন দোষ না দেখিয়া স্ব স্ব স্ত্রীর মন রক্ষার্থে সামান্য পরিবর্তনের পর উহার অনুমতি দিয়া থাকিবেন। যেমন, যেখানে উক্ত অনুষ্ঠানে শ্লোক পাঠ করা হইত সেখানে সূরা-ফাতেহা পড়িতে বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন তাহা শুধু সাময়িক ভাবে ছিল, এখন মানুষ উহাকে অকাট্য ফরয বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আলেমগণ উহা নিষেধ করিলে তাহাদিগকে 'ওহাবী' এবং আরও কতকিছু আখ্যা দিতে আরম্ভ করিতেছে।

ফলকথা, এই সাময়িক মাতৃ প্রভাবের বদৌলতে হিন্দুস্তানে আরবী ভাষা প্রচলিত হইতে পারে নাই। কেননা, আব্বাজান হয়ত আরবীই বলিতেন, আর আম্মাজান বলিতেন হিন্দী। শিশুরা বেশীর ভাগ মায়ের কাছেই থাকিত। এই কারণে কিছু আরবী এবং কিছু হিন্দী মিলিত হইয়া এক সমষ্টি উৎপন্ন হইয়া গেল। আর যদি বাড়ীতে আরবী বলিতেন, আর বাহিরে আসিয়া মানুষের মুখে হিন্দী ভাষা শ্রবণ করিতেন, তবে উভয় ভাষাই বাকী থাকিত। যেমন আমরা হিন্দস্তানী এবং ইংরেজদিগকে দেখিতেছি, তাহারা নিজ নিজ ভাষাও বলে এবং উর্দুও বলে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের ঘরে উরদু এবং ইংরেজী বলিয়া থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেহেতু এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন নাই কিংবা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং আমাদের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। মিশ্রিত হওয়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে পড়িল।

www.BANGLAKITAB.com

মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব বলিতেন, আমি মক্কা শরীফে হিন্দী আরবী মিশ্রিত একটি বালককে দেখিয়াছি। সে ما بازار جاؤں 'আমি বাজারে যাইব' বলিয়া কাঁদিতেছিল। (ما শব্দটি আরবী আর بازار جاؤں হিন্দী) ফলকথা, মায়ের হিন্দী হওয়া ভাষার আরবীত্বকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং আসল ভাষা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যদি কেহ বলেন, "আমরা তো মাতৃভাষাকে আসল মনে করিয়া থাকি।" আমি বলিব, যখন বংশের স্থায়িত্ব বাপের দ্বারা, তবে বাপের ভাষাকে আসল ভাষা কেন বলা হইবে না ?

মোট কথা, আমাদের আসল ভাষা যখন আরবী, তখন উর্দু ভাষার সহিত অন্য কোন ভাষার সংমিশ্রণ করিতে হইলে, উপরোক্ত ভিত্তিতে উর্দু ভাষাকে আরবী ভাষার অধীন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমরা করিয়া দিয়াছি ইংরেজীর অধীন যাহার প্রভাবে আজ উর্দু ভাষা উর্দুত্ব হইতেই প্রায় বাহির হইয়া যাইতে চলিয়াছে। আসল উর্দু ভাষা তাহাই, যাহা "চাহার দরবেশ" এবং গালেবের "উর্দু-ই মুআল্লা" কিতাব দুইটিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি উর্দু ভাষায় মিশ্রণ করিতে হয়, তবে আরবী শব্দেরই মিশ্রণ হওয়া উচিত। কেননা, আরবী শব্দের মিশ্রণে উর্দু ভাষার মাধুর্য দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া যায়। দেখুন, ফারসী এবারতের ফাঁকে কোথাও যদি একটি বাক্য আরবী আসিয়া পড়ে, তবে মনে হয়, যেন ফুল ছড়ান হইয়াছে।

সারকথা এই যে, ইংরেজী শব্দের মিশ্রণে আমাদের ভাষায় যে নূতনত্ব উৎপন্ন হইয়াছে উহা অবশ্য পরিহার্য। এই নূতন পদ্ধতির মধ্যে উপরোক্ত ত্রুটি ছাড়া একটি বড় দোষ ইহাও আছে যে, ইহা দ্বারা ধোকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন প্রণালীতে এই আশঙ্কা নাই। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে আরও একটি কথা আছে যে, ইংরেজী অবলম্বন করা একটি ফাসেক সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা। এই সাদৃশ্য রাখা হারাম। হাদীস শরীফে আছে: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্যতা রক্ষা করিয়া চলে, সে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য হইবে।" কেননা, সাদৃশ্যতা শব্দটি ব্যাপক। পোশাক এবং চালচলন পদ্ধতি সবকিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কেহ আমার এ কথায় মৌলবীদিগকে গোঁড়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তজ্জন্য আদৌ পারোয়া করি না। কেননা, আমি কোন এক স্থানে তাহাদেরই স্বীকৃত প্রমাণের সাহায্যে তাঁহাদের নিন্দনীয়তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। অবশ্য হাদীস যাঁহারা মানেন, তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে আমি এখানে হাদীস পাঠ করিয়াছি। এখন আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছি—হাদীসটি আপনাদের বিরুদ্ধেও প্রমাণ। কেননা, মুসলমান আপনারাও। মোটকথা, ওয়ায ও তাকরীরের মধ্যে আজকাল এই দোষ ঢুকিয়াছে যদ্দরুন শরীঅত বিধি

www.BANGLAKITAB.com

পরিত্যক্ত হওয়ায় এসমস্ত ওয়ায বা বয়ান করা আর না করা সমান বিবেচিত হইবে। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, ওয়ায ও বয়ানের বাহ্যিক অস্তিত্ব যেমন মানুষ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ উহার শরীয়ত সম্মত অস্তিত্ব তা'লীমে কোরআনের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাই উক্ত আয়াতসমূহের সারমর্ম যাহা আমি প্রথমে পাঠ করিয়াছি। আর যেহেতু আজকাল তাক্‌রীরের মধ্যে এ সমস্ত দোষ ব্যাপকভাবে জন্মিয়াছে। সুতরাং মনেও ইহাই চায় যে, ওয়াযের ধারা এমন আয়াতে অবলম্বন করা হউক যেন কোরআন দ্বারাই উক্ত দোষসমূহ না-জায়েয হওয়াও প্রমাণিত হইয়া যায়।

অতএব, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' এই আয়াতটি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে তা'লীমের বয়ানের শরীয়তানুগ শর্তও উল্লেখ রহিয়াছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন।" কেননা, এই শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য হইল 'আমল'। ওয়ায ও বয়ানের মধ্যে যদি শরীয়তের সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য করা না হইল, তবে কোরআন অনুযায়ী আমল করা হইল না। আর কোরআন অনুযায়ী আমল না হইলে শরীয়তের বিধান অনুরূপ আমল হইল না। কেননা কোরআন শরীফ 'মতনের' ন্যায় আর এল্‌মে শরীয়ত সম্পূর্ণই উহার শরাহ্ বা ব্যাখ্যা এবং কোরআনেরই অর্থ। কোন কোনটি কোরআনের শব্দ দ্বারাই বুঝা যায়, কোনটি কোরআনের শব্দের ইঙ্গিতে বুঝা যায়, কিংবা কোনটি শব্দের চাহিদা অনুযায়ী বুঝা যায়, আবার কোন অর্থ আংশিক এবং কোন অর্থ পুরাপুরি বুঝা যায়।

যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উ'দ(রাঃ)-এর নিকট একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বলিতে লাগিল : "আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, (কপালের প্রশস্ততাকারিগণের সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) কপালের চুল উৎপাটনকারীকে আপনি লা'নত করিয়া থাকেন।" তিনি বলিলেন: "কোরআন যাহাকে লা'নত করে, আমি কেন তাহাকে লা'নত করিব না ?" স্ত্রীলোকটি বলিল : 'আমি তো সমগ্র কোরআনই পাঠ করিয়াছি উহাতে তো একথা নাই।' তিনি বলিলেন : "তুমি যদি কোরআন পড়িতে, তবে অবশ্যই সেকথা পাইতে।" অর্থাৎ মনোযোগ দিয়া পড়িলে উহাতেই পাইতে। কেননা, হুযুর (দঃ) এ সমস্ত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর কোরআন বলিতেছে : 'রাসূল তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন, উহা পালন কর।' সুতরাং এইরূপে হুযূরের এই আদেশও কোরআনের আদেশ হইল। অতএব, দেখুন, হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) হুযুর (দঃ)-এর আদেশকেও কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

খোদ কোরআনেও বর্ণিত আছে :

فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ "আমার পক্ষ হইতে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর

www.BANGLAKITAB.com

উহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আমার দায়িত্ব। অতএব, হুযুর (দঃ) কোরআনের অস্পষ্ট কথাগুলিকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। আর হাদীসের কোন স্থানে অস্পষ্টতা থাকিলে তাহা মুজ্‌তাহেদীনে কেরাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এমনকি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিলাম" কথাটিও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। এই পূর্ণতা প্রকাশের পর যেহেতু আর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে নাই—কাজেই আল্লাহ্‌র হেকমতে ৪র্থ শতাব্দীর পরে (মৌলিক) এজ্‌তেহাদের ক্ষমতাও শেষ হইয়া গিয়াছে। কেননা, এখন আর উহার প্রয়োজনই বাকী রহে নাই।

॥ কুদরতের বিচিত্র মহিমা ॥

খোদা তা'আলার বিচিত্র ক্ষমতা। যখন কাহারও কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি তাহা পয়দা করিয়া দেন। আবার যখন পয়দা করার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়, তখন সেই সৃষ্টি করার ধারা বন্ধ করিয়া দেন। যেমন, তিনি হযরত আদম (আঃ)কে মাটি দ্বারা পয়দা করেন। যখন তাঁহাকে পয়দা করা সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন তাঁহারই পাঁজরের হাড় দ্বারা হযরত হাওয়া (আঃ)কে পয়দা করিলেন। এইরূপে যখন একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক সৃষ্টি হইয়া গেল, তখন সেই পদ্ধতির সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। এখন স্বামী-স্ত্রী মিলনেই সমস্ত মানুষ সৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ভিন্ন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল অলৌকিক ব্যাপার। এইরূপে অন্যান্য বিষয়ও এইরূপেই হইতেছে।

আমি খবরের কাগজে এক ডাক্তারের উক্তি পাঠ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, কাটা যাইতে যাইতে বৃক্ষের সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায় বৃষ্টি কম হইতেছে। সুতরাং অধিক বৃষ্টি হওয়ার এক উপায় করা যাইতে পারে যেখানে বৃক্ষ কমিয়া গিয়াছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হউক।" আল্লাহ্‌ জানেন, ডাক্তার ইহার কারণ কি বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহার রহস্য এই যে, গাছ না থাকিলে বৃষ্টির বেশী প্রয়োজন থাকে না আর যেখানে গাছ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেখানে প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তবে বাকী থাকে কৃষির প্রয়োজন। আজ-কাল উহার কাজ নহর হইতে পানি সিঞ্চন বা সরবরাহ করিয়া চালাইয়া নেওয়া হয়। অতএব, কৃষির সহিত বৃষ্টির সম্পর্ক কম হইয়া গিয়াছে। মোটকথা, দর্শন শাস্ত্র একথা স্বীকার করে, আমরা তো স্বীকার করিই। وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ "যতকিছু তোমরা প্রার্থনা করিয়াছ তাহা তোমাদিগকে তিনি দান করিয়াছেন।" আয়াতেও একথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে অর্থাৎ, তোমাদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে দানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে হযরত

www.BANGLAKITAB.com

মুজতাহেদীনে কেরামের প্রয়োজন যত দিন ছিল, এজ্‌তেহাদের ক্ষমতা ততদিন পয়দা হইতেছিল, আর সেই প্রয়োজন শেষ হইবামাত্র সেই ক্ষমতাও ফুরাইয়া গেল।

॥ স্মরণ শক্তি ॥

এইরূপে স্মরণ শক্তির প্রয়োজন যত দিন ছিল, তত দিন পর্যন্ত এই ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হইত। এমন কি, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) একশত বয়েত যুক্ত 'কাসীদাহ্' একবার শ্রবণ করিলেই মুখস্থ হইয়া যাইত।

হযরত ইমাম তিরমিযী (রঃ) যখন অন্ধ হইয়া গেলেন, তখন একবার ঘটনা-ক্রমে তিনি সফরে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় পৌঁছিয়া তিনি উষ্ট্রের উপর বসিয়া বসিয়া মাথা নীচু করিলেন। উষ্ট্র চালক উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : 'এখানে একটি গাছ আছে, ইহার ডালের সহিত মাথার টক্কর লাগে।' উষ্ট্র চালক বলিল : 'এখানে তো কোন গাছ নাই'। তিনি উষ্ট্রকে সেখানেই থামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন : 'আমার স্মরণ শক্তি যদি এতই দুর্বল হইয়া থাকে, তবে আমি আজ হইতে হাদীস বর্ণনা করা ছাড়িয়া দিব।' তিনি নিকটস্থ গ্রামে মানুষ পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অধিকাংশ লোকেই সেখানে কোন গাছ থাকার কথা অস্বীকার করিল; কিন্তু গ্রামের কোন কোন বয়ঃবৃদ্ধ লোক বলিল, দীর্ঘ কাল পূর্বে এখানে একটি গাছ ছিল, প্রায় বার বৎসর পূর্বে উহাকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। বৃক্ষের অস্তিত্ব প্রমাণ হওয়ার পর তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে আবু দাউদ শরীফেও একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এক রাবী বলেন, "আমি একজন বেদুইন লোক হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল পরে আমার মনে হইল, লোকটির স্মরণশক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। এমন না হয় যে, লোকটি আমার কাছে ভুল হাদীস বর্ণনা করিয়াছে। অতঃপর রাবী তাহার নিকটে যাইয়া সেই হাদীসটি জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিল এবং বলিল, তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? আমার স্মরণ শক্তি এত প্রবল যে, আমি এ পর্যন্ত সত্তর হজ্জ করিয়াছি এবং প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন উটে আরোহণ করিয়া হজ্জ করিতে গিয়াছি। আমার স্মরণ আছে যে, আমি অমুক বৎসর অমুক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া হজ্জ করিয়াছিলাম।

ইমাম বোখারী কোন এক স্থানে (বাগদাদে) গেলে তথায় আলেমগণ তাঁহার স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিলেন এবং একশতটি হাদীস তাঁহার সামনে উলটপালট করিয়া পড়িলেন। তিনি প্রত্যেক হাদীসে বলিতে লাগিলেন, لا اعرف "আমি এইরূপ জানি না।" যখন তাঁহারা শেষ করিলেন, তখন তিনি সবগুলি হাদীস তাহাদের শব্দে পুনরাবৃত্তি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে শুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন যে, প্রথম হাদীসটি এইরূপ দ্বিতীয় হাদীসটি এইরূপ ইত্যাদি।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু হাদীসের সংকলন সমাপ্ত হইলে পর এত স্মরণ শক্তির প্রয়োজন রহিল না। অতএব, তখন হইতে লোকের স্মরণ শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। মোটকথা, ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হওয়ার পর এজ্‌তেহাদের ক্ষমতা লোপ পাইল।

॥ বর্ণনা শক্তি ॥

এজ্‌তেহাদ দ্বারা যে ধর্মের পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে উহার সারমর্ম হইল এই যে, হাদীস যেরূপ কোরআনের বর্ণনাকারী তদ্রূপ মুজতাহেদীনে কেরামের কেয়াস কোরআন এবং হাদীস উভয়েরই বর্ণনাকারী। সুতরাং মুজতাহেদীনের কেয়াস প্রসূত মাসায়েল এবং হুযূর (দঃ)-এর বাণীসমূহ সবই কোরআনের এল্‌ম। কাজেই এল্‌মে কোরআন বলিতে গোটা শরীয়তের এলমই বুঝাইবে এবং কোরআন পরিত্যাগ করার অর্থ হইবে শরীয়ত ত্যাগ করা। একথাটি প্রমাণ করার জন্য উহা অপেক্ষা আরও একটি পরিষ্কার ঘটনা মনে পড়িল। হুযূর (দঃ) একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিব' এবং পরে দেখা গিয়াছে সেই মোকদ্দমার ফয়সালা হাদীস অনুযায়ী-ই করা হইয়াছিল।

সকল কথার সারমর্ম এই হইল যে, শরীয়ত অনুযায়ী বর্ণনা করা হইলেই তাহা কোরআন অনুরূপ বর্ণনা হইবে। আর বর্ণনা বলিতে উহার মধ্যে মুখের বর্ণনা এবং হাতের লেখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। একথার পরিপ্রেক্ষিতেই কোরআন পাকের একস্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ অর্থাৎ, বর্ণনা কখনও অঙ্গুলির সাহায্যে হয় কখনও বা মুখের সাহায্যে হয়। উভয় প্রকারের বর্ণনাকেই বর্ণনা বলা হইবে। এক বর্ণনা শিক্ষা দেওয়া পার্থিব ফায়দার হিসাবে নেয়ামতও, কিন্তু এখন তাহা আলোচনা করিব না। এখন বর্ণনা সংক্রান্ত ধর্মীয় বিশেষ বিশেষ ফায়দার কথাই উল্লেখ করিব যাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত ফায়দার পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ণনা শক্তি একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেয়ামতও বটে। তাহা এই যে, আজ আমাদের মধ্যে যেই এলম বিদ্যমান আছে উহার বদৌলতে আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের দলে দাখিল হইতে পারি। ইহা একমাত্র 'বয়ান' রূপ নেয়ামতের বদৌলতেই হইতে পারে। কেননা, আমাদের পুণ্যবান পূর্ব-পুরুষগণ যদি এল্‌মকে বর্ণনা ও সঙ্কলিত করিয়া না যাইতেন, তবে আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এইরূপে আমরা যদি আগত সংক্রামক ফায়দার সওয়াব লাভ করিতে চাই, তবে তাহারও উপায় এই যে, আমরা লেখনী শক্তি এবং বর্ণনা-শক্তিতে পূর্ণ অভিজ্ঞতা পয়দা করি এবং উহার সাহায্যে দ্বীনি এল্‌ম অন্যান্যদের নিকট পৌঁছাই। আমি অনেক আলেম দেখিয়াছি, যাঁহারা লেখাও জানে না, তাকরীরও

www.BANGLAKITAB.com

জানে না। অতএব, তাঁহাদের দ্বারা অতি অল্প লোকই উপকৃত হইতে পারে। আবার লেখা-শক্তির তুলনায় বক্তৃতা শক্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কেননা, লেখার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত হইতে পারে। অর্থাৎ, শুধু তালেবে এল্‌ম সম্প্রদায় এবং লেখা-পড়া জানা লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে তাক্‌রীরের ফায়দা ব্যাপক। তাহাতে বিশেষ শ্রেণীর লোকগণ তো উপকৃত হয়ই, সাধারণ স্তরের মানুষও তাহাতে উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিশেষ ও সাধারণ ফায়দার পরিপ্রেক্ষিতে বয়ানের ভাষা দুই প্রকার। এক প্রকার শিক্ষকতা, ইহা দ্বারা কেবল তালেবে এল্‌মগণ উপকার লাভ করিয়া থাকে। আর এক প্রকার ওয়ায-নছীহত। ইহার দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষও উপকৃত হইতে পারে।

॥ বর্ণনা প্রণালী ॥

এতদুভয় প্রকারের বর্ণনা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের ফায়দা তখনই হইতে পারে, যদি বর্ণনাকারীর মধ্যে বর্ণনা-শক্তি প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাকে। অতএব, আমাদের তালেবে এলমদিগকে এখন হইতেই উভয় প্রকারের পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা ও অভ্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, ওয়ায করিতে হইলে এমনভাবে করিবে যেন সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। আর পড়াইতে বসিলেও এমনভাবে তাক্‌রীর করিতে হইবে যেন তালেবে এল্‌মগণ ভালরূপে বুঝিতে পারে।

অতঃপর পাঠ্য তালিকায় দুই প্রকারের কিতাব আছে। এক প্রকার 'আলিয়াত' অর্থাৎ, মূল উদ্দেশ্য কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ বুঝিবার জন্য অস্ত্রস্বরূপ যে সমস্ত কিতাব পড়া আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রকার 'মাকাছেদ্' অর্থাৎ, যাহা হাছিল করা মূল উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক হাতিয়ার জাতীয় কিতাবগুলি পড়াইবার সময় লক্ষ্যস্থল শুধু তালেবে এল্‌মগণই হইয়া থাকে। কেননা, তাহা কেবল তালেবে এল্‌মগণই পড়ে এবং বুঝে। আর মূল উদ্দেশ্যের তথা কোরআন হাদীস এবং ফেকহার কিতাবগুলি পড়াইবার সময় তাক্‌রীরের লক্ষ্যস্থল তালেবে-এল্‌মরাও হয়, সময় সময় সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও হয়। সুতরাং মশ্‌ক্ অর্থাৎ অভ্যাস করিবার সময়ও একথার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। অর্থাৎ, যাহারা শুধু হাতিয়ার শ্রেণীর কিতাবে মশ্‌গুল, মশ্‌কের মজলিসে তাহাদের দ্বারা এইরূপে তাক্‌রীর করাইতে হইবে যে, প্রথমে কিতাবের মতন বা এবারত পড়িয়া পরে উহার বিষয়বস্তুগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। ইহার চেয়ে অধিক বাড়াইবে না। (এরূপ প্রাথমিক অবস্থার শিক্ষার্থীদিগকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিতে দিলে তাহাতে কয়েকটি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ, তাহার জানাশুনার পরিসর কম বলিয়া বিষয়টিকে বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারিবে না। সংশোধন করিতে গেলে কত করা যাইবে? না করিলেও সে নিজেও অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে এবং শ্রোতৃবর্গও ভুলের মধ্যে পতিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজের দৈনন্দিন সবক ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র এই ওয়াযের মযমুন সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকিবে। তৃতীয়তঃ, তাহার কিতাব পড়া বাদ পড়িলে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে ওয়াযের পেশা অবলম্বন করিবে এবং মূর্খ ওয়ায়েয সাজিয়া সমাজের বিনাশ করিবে। এরূপ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাক্‌রীর বাড়ান যেমন ক্ষতিকর তদ্রূপ লেখার ক্ষেত্রেও। যেমন, আজকাল ছাত্রদের মধ্যে এরূপ অভ্যাসও হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এরূপ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও লেখার অভ্যাস করিবার জন্য খবরের কাগজে প্রবন্ধ পাঠাইয়া থাকে।) যাহা হউক, এইরূপ অভ্যাস করাইলে কেবল ছাত্রদের তাক্‌রীরই পরিষ্কার হইবে না; বরং আরও একটি ফায়দা ইহাও হইবে যে, তাহারা ইহাতে পড়াইবার প্রণালী শিখিতে পারিবে। আমাদের ওস্তাদ ছাহেবান এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পড়াইবার প্রণালী এরূপই ছিল যে, তাঁহারা কেবল কিতাবই ভালরূপে বুঝাইয়া দিতেন। অতিরিক্ত কিছু বলিতেন না, হাঁ তবে কোন অত্যন্ত জরূরী বিষয় হইলে তাহা বলিয়া দিতেন।

পড়াইবার সময় এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার যে, শিক্ষক যে বিষয় অবগত নহেন তাহা পরিষ্কার বলিয়া দিবেন। হযরত মাওলানা মামলুক আলী ছাহেব হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে ফায়দা এই যে, মুদাররেসের উপর ছাত্রদের সর্বদা দৃঢ় নির্ভর থাকে এবং সে মনে করে, "আমাকে যাহাকিছু শিখান হইতেছে সবই শুদ্ধ এবং খাঁটি। আর যেখানে এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা হয় না; বরং বানাইয়া গড়াইয়া বলা হয় এবং অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার এই হটকারিতা উপলব্ধি করিয়া ফেলে। অতএব, সেখানে বিপদ দাঁড়ায়। তর্ক-বিতর্কে সবক নষ্ট হয় এবং এই বদভ্যাস ছেলেরাও শিখিয়া লয়। কেহ কেহ বলেন, ভুল স্বীকার করিলে তালেবে এল্‌মরা বিগড়াইয়া যায়, অথচ ইহা শুধু অনর্থক কথা; তাহারা বরং আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। যেমন, আমি উপরে বলিয়াছি যে, ইহাতে মুদাররেসের উপরে ছেলেদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। মোটকথা, এই শিক্ষা প্রণালী তাক্‌রীরের সময়ও খেয়াল রাখিবেন। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং ভাব সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ বাদ দিবেন। কেননা, এ সমস্ত তাক্‌রীর, যাহা ছেলেদিগকে অভ্যাস করান হইবে, শুধু পড়াইবার প্রণালী শিখাইবার জন্যই করান হইবে। স্বভাবের জোশ এবং উত্তেজনা দেখাইবার জন্য নহে। আর পড়াইবার সময় যে সমস্ত বাহুল্য বর্ণনা করা হয়, তাহা এই কারণেই হিতকর নহে যে, ইহা কাহারও মনে থাকে না, সময় নষ্ট হওয়ার কথা তো পৃথক আছেই।

যেমন মৌলবী ছিদ্দীক আহ্‌মদ গঙ্গুহী ছাহেব বলিতেন, "আমি যখন দিল্লী মাদ্রাসায় মুদাররেস হইয়া গেলাম, তখন বেলায়েতী (পাঠান) তালেবে এল্‌মদের

www.BANGLAKITAB.com

অধ্যাপনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল এবং সুল্লাম পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম : "তোমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের সহিত পড়িবে, না সাদাসিধা পড়িবে ?" তাহারা বলিল : 'আমরা তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাথেই পড়িব।' আমি রাত্রে বহু হাশিয়া ও শরাহ্‌র কিতাব দেখিয়া সকাল বেলা খুবই তাহ্‌কীকের সহিত পড়াইলাম। দ্বিতীয় দিনে আমি তাহাদিগকে এই প্রশ্নই করিলাম যে, তোমরা তাহ্‌কীকের সহিত পড়িবে না সাদাসিধা পড়িবে, ? তাহারা বলিল, আমরা তাহ্‌কীকের সাথেই পড়িব। আমি বলিলাম : 'যদি তাহ্‌কীকের সহিত চাও, তবে গতকল্য আমি যাহাকিছু তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছি, উহা আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাও, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে তাহ্‌কীকের সহিত পড়িবার যোগ্যতা আছে কি না। শুনিয়া সকলে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একজনও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিল না। তখন আমি বলিলাম, শুন! তোমরা আমার নিকট এ সমস্ত বিষয়ের তাকরীর শুনিয়াও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলে না। আর যদিও আমার ওস্তাদ এই সবকটি পড়াইবার সময় এ সমস্ত তাক্‌রীর করেন নাই বা আমাকে এ সমস্ত বিষয় বলিয়া দেন নাই অথচ আমি তোমাদের সম্মুখে তাক্‌রীর করিয়া দিলাম, ইহার কারণ কি ? বুঝা গেল, প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা শুধু কিতাব পড়িলেই অর্জিত হইয়া থাকে। এ সমস্ত অতিরিক্ত তাক্‌রীরে কোনই ফায়দা হয় না। অতএব, কিতাব পড়। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল।

আর শুধু কিতাব বুঝাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষকের পক্ষে বক্তৃতার ঢং অবলম্বন করা খুবই ক্ষতিকর। আমি একজন তালেবে এল্‌মকে দেখিয়াছি, সে জনৈক প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে 'মীযান' পড়াইতেছিল এবং উহার হাম্‌দ ও নাআতের মধ্যে নির্দিষ্টতা সূচক ال-এর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিতেছে। আমি বলিলাম, মৌলবী ছাহেব! এই বেচারার পড়ার পথ কেন বন্ধ করিতেছ ? বেচারা তোমার বর্ণিত এ সমস্ত বিষয়কে 'মীযান' কিতাবের অংশ মনে করিবে এবং কঠিন মনে করিয়া 'মীযান'-ই ত্যাগ করিবে। আমি সর্বদা এই নিয়মেই পড়াইয়া থাকি যে, শুধু মূল কিতাব ভালরূপে বুঝাইয়া দেই। অতিরিক্ত কিছুই কোনো সময় বর্ণনা করি না এবং বুঝানও এমন ভাবে বুঝাইয়া থাকি যে, অতি কঠিন সবকও তালেবে এল্‌মগণ কোন সময় কঠিন বলিয়া মনে করে নাই।

'সদ্‌রা' কিতাবে 'মুসান্নাত্‌ বিততাক্‌রীরের' মাস্‌আলা বড় কঠিন বলিয়া বিখ্যাত। কানপুর শহরে মৌলবী ফযলে হকনামে একজন তালেবে এলম আমার নিকট 'সদরা' কিতাব পড়িতেন। যে দিন এই সবক আসিল, তখন আমি কোন গুরুত্ব না দিয়া সাধারণ ভাবে উহা বর্ণনা করিয়া দিলাম। তিনি উহা ভালরূপে বুঝিয়া লইলে আমি বলিলাম, ইহা সেই সবক যাহা 'মুসান্নাত বিত্‌তাক্‌রীর' নামে মশহুর। ইহা শুনিয়া

www.BANGLAKITAB.com

তিনি খুব বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, ইহা তো কঠিন কিছুই নহে। অবশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষক এই স্থানটুকুই প্রশ্ন করিলেন। মৌলবী ফযলে হক মরহুম সেই প্রশ্নের যে উত্তর লিখিলেন, পরীক্ষকরাও তাহা দেখিয়া বাঃ বাঃ করিতে লাগিলেন। (জামেউল উলুম মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে সেই উত্তরটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।) কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, এই মুশ্‌কিল স্থানটুকুর এমন সুন্দর তাক্‌রীর আর কখনও দেখি নাই। অতএব, আমি বলি, খুব চেষ্টা এজন্য থাকা উচিত যাহাতে কিতাবকে পানির মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়, নিজের বাহাদুরী প্রকাশের চেষ্টা থাকা উচিত নহে, এই তো বলিলাম, "হাতিয়ার" বা সহায়ক শ্রেণীর কিতাব পড়াইবার প্রণালী।

এখন বাকী রহিল "মাকাসেদ" অর্থাৎ, এল্‌মে দ্বীনের কিতাব, তাহা যেহেতু কোন কোন সময় সাধারণ লোকের সম্মুখেও বয়ান করিতে হয় এবং কোন কোন সময় খাছ তালেবে এল্‌মদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয়; সুতরাং দ্বীনী এল্‌ম সম্বন্ধে উভয় প্রণালীর তাকরীরেরই অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহার দুইটি উপায় আছে। হয়ত প্রত্যেক জলসার অর্ধেক সময় খাছ প্রণালীর জন্য আর অর্ধেক সময় সাধারণ প্রণালীর জন্য রাখা হউক। অথবা এরূপ করা যাইতে পারে যে, একদিন খাছ প্রণালী অনুযায়ী তাক্‌রীর হইবে আর একদিন সাধারণ প্রণালী অনুযায়ী তাক্‌রীর হইবে। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! এখন ইহা সম্বন্ধে সমস্ত জরুরী কথাগুলির বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। কেবল এতটুকু কথা বাকী রহিয়াছে যে, মজলিসটির নাম কি রাখা হইবে। অতএব, আমার মতে ইহার নাম "তালীমুল বয়ান" রাখাই উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

॥ নূতন খামখেয়ালী ॥

আজকাল মানুষের ইহাও একটি নূতন খামখেয়ালী খুব প্রসার লাভ করিয়াছে যে, কোন কাজ আরম্ভ করিলে উহার জন্য কোন নূতন ও অভূতপূর্ব নাম আবিষ্কার করিতে হইবে। এই খামখেয়ালীর দরুনই 'নোদওয়াহ্' একটি বড় ভুল করিয়া বসিয়াছে; অর্থাৎ নূতন নাম তালাশ করিতে যাইয়া আলেমদের মজলিসের নাম "নোদওয়াহ্" বিবেচনা করা হইয়াছে। অথচ ইহা জাহেলদের নেতা, আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন, আবু জাহ্‌লের সেই মজলিসের নাম ছিল যাহার ভিত্তি শুধু এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, উহাতে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর ক্ষতি করা এবং তাঁহার ধর্মের প্রচার বন্ধ করার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ ও চিন্তা করা। বিচিত্র নহে যে, আজ 'নোদওয়াতে' যে পবিত্র নূর বর্ষিত হইতেছে (?) তাহা এই নামেরই প্রভাবে বটে। (কিন্তু নোদওয়াহ্ যে বড় বড় ওলামা উৎপন্ন করিয়াছে, তাঁহারা এই আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছেন।)

www.BANGLAKITAB.com

এখন বয়ানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি হাদীস বর্ণনা করা ভাল মনে করি। হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন :

من تعلم صرف الكلام ليسبى به قلوب الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا *

দেখুন, তৎকালে এই প্রকারের কোন সমিতিও ছিল না, মজলিস বা সভার এরূপ পদ্ধতিও ছিল না, কিন্তু হুযূর (দঃ) ইহার শৃঙ্খলা বিধানের তা'লীম তখনই দিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি বিভিন্ন পদ্ধতির কথা এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, উহার সাহায্যে মানুষের হৃদয় বশ করিবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোন নফল কিংবা ফরয এবাদৎ কবুল করিবেন না।" এই হাদীসটি যে কোন কাজে অসদুদ্দেশ্য থাকিলে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য খুবই যথেষ্ট এবং ইহাতে এলমে বয়ানের উপর এলমে কোরআনকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্য আরও অধিক পরিষ্কার হইয়া গেল, যাহা আমি পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি।

আমি সে সমস্ত তালেবে এল্‌মকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যাহারা বক্তৃতার নূতন পদ্ধতি নিজেদের তাক্‌রীরের মধ্যে অবলম্বন করিতেছে যাহার উদ্দেশ্য বেশীর ভাগ ইহাই যে, তাহাতে সম্মান, মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা লাভ হইবে। এই কারণেই তাহারা চেষ্টা করে যেন শব্দগুলি জাঁকাল এবং বাক্য বিন্যাস চাতুর্যপূর্ণ হয়। অথচ ইহাতে ছাই মাটিও লাভ হয় না।

এই শ্রেণীর তাকরীরের অস্তিত্ব শুধু ততটুকুই হয় যেমন ঘটনা মশ্‌হুর আছে যে, এক চুড়ি বিক্রেতা চুড়ির গাঠুরী লইয়া যাইতেছিল। জনৈক গ্রাম্য লোক উহাতে লাঠির আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইহাতে কি? সে উত্তর করিল, আর একটি আঘাত করিলে ইহা কিছুই নহে।

পক্ষান্তরে পুরাতন পদ্ধতির তাকরীরে যদি পঞ্চাশটি আঘাতও কর তথাপি উহা নিজের অবস্থায়ই থাকিবে কোন পরিবর্তন হইবে না। উহার ক্ষমতায় বা ক্রিয়ায় একটুও কম্পন আসে না; বরং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নিতান্ত বে-পরোয়াভাবে এবং স্বাধীনভাবে তাকরীর করাও নিন্দনীয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে :

الحياء والعى شعبتان من الايمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق *

"লজ্জা এবং থামিয়া থামিয়া কথা বলা ঈমানের দুইটি শাখা। আর বাজে বকা ও অনর্গল বলিয়া যাওয়া মোনাফেকীর দুইটি শাখা।"

এই হাদীসে হুযূর (দঃ) حياء অর্থাৎ, লজ্জাকে بذاء অর্থাৎ, আজে বাজে বাক্য এবং عى কে বয়ানের মোকাবেলায় উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, حياء লজ্জা ও عى

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, থামিয়া থামিয়া কথা বলাকে একই সঙ্গে ঈমানের শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আর لغو অর্থাৎ, আজেবাজে বকা ও অনর্গল বলিয়া যাওয়াকে মোনাফেকীর শাখা বলিয়াছেন। এই ধরণে বুঝা যায় যে, থামিয়া থামিয়া বলা বলিতে এখানে তিনি লজ্জার কারণে থামিয়া থামিয়া বলাই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। আর লজ্জা শব্দটি ব্যাপক তাহা মানুষের লজ্জাই হউক কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি লজ্জাই হউক। কিন্তু এখানে আল্লাহ্র প্রতি লজ্জাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, প্রতিটি শব্দে বিবেচনা করে যে, পাছে শরীয়তের খেলাফ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির না হয়। এই হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, যে তাক্বরীর শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যায়, তাহা দ্বীনী ওয়াযের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, আয়াতে যে, বয়ান বা ওয়াযের কথা উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নেয়ামতরূপে উল্লেখ হইয়াছে। আর হাদীসে সেই বয়ানকে মোনাফেকীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহার উদ্দেশ্য বেপরোয়া বাজে বকা এবং কোরআন ও হাদীসে বিরোধ হইতে পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, যে বয়ান নিন্দনীয় তাহা নেয়ামত হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ বয়ান হইতে দুরে থাকার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

এখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ পালনের তাওফীক আমাদিগকে দান করেন।

اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن -

—)*(—

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌ম ও আ'মলের ফযীলত

(فضل العلم والعمل)

হিজরী ১৩৩০ সনের ২৬শে রজব তারিখে সাহারানপুর মুযাহেরুল উলুম মাদ্রাসার দারুত্তোলাবায় প্রায় এক হাজার লোকের মজলিসে দাঁড়াইয়া হযরত থানবী (রঃ) এল্‌ম্ ও আমলের মরতবা সম্বন্ধে পৌনে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এই ওয়ায করিয়াছিলেন। মাওলানা সাঈদ আহমদ থানবী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

o

নাফরমানীর সহিত আরাম এবং ইয্‌যৎ নাই। ফরমাঁবরদারীর সহিত কষ্ট এবং অপমান নাই। অতএব, আমরা যদি ইয্‌যতের প্রত্যাশী হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলার পরমাঁবরদারী করা আবশ্যক। আমরা যখন হইতে ইহা ছাড়িয়া দিয়াছি তখন হইতেই আমাদের মর্যাদা ও শান্তি লোপ পাইতে চলিয়াছে।

o

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

www.BANGLAKITAB.com

॥ একটি বিশেষ নির্দেশ ॥

এখন যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম, যদিও তাহাতে বিশেষ স্থান সম্পর্কে একটি বিশেষ মযমূন বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ, এখানে একটি বিশেষ কাজের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ অবস্থায়; কিন্তু উহার বিনিময়ে যে ফলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহার ভিত্তির উপর দৃষ্টি করিলে একটি সাধারণ নিয়ম উৎপন্ন হয়। তাহা মনে জাগরূক রাখা প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করিয়া এই যুগে। যখন ব্যাপকভাবে মানুষের মত বিভিন্ন এবং মতাবলম্বী লোকের মধ্যে প্রত্যেকের মত পৃথক পৃথক। এই কারণেই এখন আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াছি। তরজমার দ্বারা সেই খাছ বিষয়টি এবং একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সেই ভিত্তি জানা যাইবে। অতঃপর উহা হইতে যে সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কৃত হয় উহার বর্ণনা করিয়া দিব।

আয়াতের তরজমা এই—"হে মুসলমানগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসের মধ্যে স্থান সংকুলন করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান সংকুলন করিয়া দিও, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জায়গা বিস্তৃত করিয়া দিবেন। আর যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে, উঠিয়া যাও, তখন তোমরা উঠিয়া যাইও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে মোমেন এবং আলেমদের বহু দরজা উন্নত করিয়া দিবেন।" অর্থাৎ, যখন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে মজলিসের এন্তেযামকারীর পক্ষ হইতে এরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়, তখন তদনুযায়ী আমল করিও। এই "এন্তেযামকারী" শব্দটি ব্যাপক, নবী হউক কিংবা নবী ছাড়া অন্য কেউ হউক; যে কেহ মজলিসের এন্তেযামকারী হউক না কেন। এই কারণেই قِيْلَ "যদি বলা হয়" বলা হইয়াছে। নির্দেশ প্রদানকারীকে নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। আল্লাহ্তা'আলা তোমাদের সর্ববিধ আমলের খবর রাখেন। অর্থাৎ, তিনি ঐসমস্ত কাজের আভ্যন্তরীণ খবরও রাখেন। তাফ্সীরকারগণ خَبِيْر "খাবীর" শব্দের তাফ্সীরে সেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হইল আয়াতের তরজমা।

তরজমার সাথেই ভাল মনে হয় যে, আয়াতটির শানে-নুযূলও জানিয়া লওয়া হউক। কেননা, মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে উহা দ্বারা সাহায্য হইবে এবং তাফ্সীরও সহজবোধ্য হইয়া যাইবে।

॥ কারণ ও যুক্তি ॥

এই আয়াতটির শানে-নুযূল এই যে, হুযুর (দঃ) কোন এক মজলিসে অবস্থিত ছিলেন। অনেক ছাহাবী (রাঃ)ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে তথায় বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী কয়েকজন ছাহাবী (রাঃ) তশ্রীফ আনিলেন। তাঁহাদের

www.BANGLAKITAB.com

ফযীলত অনেক বেশী। তখন মজলিসে স্থানের কিছু অভাব ছিল। হুযুর (দঃ) হাজিরান মজলিসকে আদেশ দিলেন : "গায়ে গায়ে মিলিয়া বস," অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হুযুর (দঃ) বলিলেন : "তোমরা উঠিয়া যাও। তোমাদের অন্য কোন কাজে যাইয়া মশ্‌গুল হও," অথবা "উঠিয়া অন্যত্র বস," এই উভয় রেওয়ায়তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; বরং পূর্ণ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে উভয় হাদীসের সমষ্টিগত অর্থই বুঝায়। সম্ভবতঃ তিনি কতক লোককে উঠিয়া যাইতে এবং অবশিষ্ট লোককে গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিতে বলিয়াছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম তো হুযুরের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত হুযুর (দঃ)-এর নির্দেশ পালন করিলেন। কিন্তু মোনাফেকরা এরূপ সুযোগের জন্যই সর্বদা ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। ইহাতে তাহারা প্রতিবাদ করিল। তাহারা যেন হুযুরের দোষ বাহির করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ পাইল। অথচ ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, এই ব্যবস্থায় হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরম সৌজন্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, তিনি বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকল সত্যান্বেষীর প্রতিই কেমন সুন্দর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। স্থানাভাবের জন্য কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। কিন্তু দোষান্বেষীর চোখে গুণও দোষরূপেই প্রকাশ পায় :

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد + عیب نماید ہنرش در نظر

"দোষান্বেষীর চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া ফেলা উচিত। কেননা, তাহার দৃষ্টিতে গুণও দোষ বলিয়াই প্রকাশ পায়।"

মোনাফেকরা প্রশ্ন করার সুযোগ পাইল। বলিল, ইহা কেমন কথা। নবাগতদের খাতিরে পূর্ব হইতে উপবিষ্ট লোকদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে ? আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন। আয়াতটির সারমর্ম এই : "প্রশ্নটি এই কারণে অর্থহীন যে, হুযুরের উভয় নির্দেশই সঙ্গত এবং সুন্দর ছিল। সুন্দরকে অসুন্দর বলা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। আর হুযুরের নির্দেশের সৌন্দর্য এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও ঠিক সেই হুকুমই করিয়াছেন যাহা হুযুর করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা হুকুম করেন তাহা কখনও মন্দ হইতে পারে না। যৌক্তিক প্রমাণেও না, কিতাবী প্রমাণেও না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও মন্দ কাজের হুকুম করেন না।" হুযুরের দেওয়া নির্দেশটি যখন আল্লাহ্ তা'আলাও দিয়াছেন, কাজেই তাহা ভাল ও সুন্দর। কেননা, ইহা এমন সত্তার নির্দেশ যাঁহার সমান জ্ঞানী কেহই নহে। আবার প্রত্যেকটি হুকুমের এক একটি উদ্দেশ্যমূলক ফলও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে উক্ত নির্দেশের সৌন্দর্য আরও অধিক প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন, হুকুম ও উহার ফল এতদুভয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

www.BANGLAKITAB.com

اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا

"যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করিয়া দিও।"

একটি হুকুম সংক্রান্ত আদেশবাচকরূপ এই আয়াতেই উল্লেখ আছে। অতঃপর বলেন, يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ইহা উক্ত হুকুমের ফল, ইহার সারমর্ম এই যে, যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন। এই পর্যন্ত প্রথম হুকুমটি এবং উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে।

সম্মুখে সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে দ্বিতীয় হুকুমটি বর্ণনা করিতেছেন: وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا "আর যদি তোমাদিগকে বলা হয়, উঠিয়া যাও, তবে তোমারা উঠিয়া যাইও।" নির্দেশ দুইটি সুন্দর ও সঙ্গত হওয়ার কিতাবী প্রমাণ তো এই আয়াতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার যৌক্তিক সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ এই যে, মজলিসের কর্তা যখন উপযুক্ত লোক হন এবং এরূপ নির্দেশ দেন, তবে বুঝিতে হইবে তাহা কোন মঙ্গলের জন্য দিয়া থাকিবেন। অতএব, উহা পালন করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। এখানে আমি হুযূরকে খাছ না করিয়া সকল সভাপতির কথা এইজন্য বলিয়াছি যে, কোরআনেও قِيْلَ শব্দ আসিয়াছে। উহা সকল সভাপতির উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতএব, এরূপ সন্দেহ কেহ করিতে পারেন না যে, "এই ঘটনাটি হুযূর (দঃ) এর সহিত খাছ।" কেননা, নির্দেশটি যদিও হুযূরই (দঃ) দিয়াছিলেন; কিন্তু হুযূর (দঃ) যেরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এইরূপে যিনি পূর্ণ যোগ্যতা সহকারে হুযূরের নায়েব বা প্রতিনিধি হন, তিনিও এরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে পারেন এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা সেইরূপই ওয়াজেব হইবে যেমন হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশ পালন করা ওয়াজেব হইয়াছিল। সুতরাং হুযূরের কোন যোগ্য প্রতিনিধিও যদি তদ্রূপ উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন, তবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার নির্দেশ মান্য করিতে কোন প্রকার লজ্জা বা সংকোচ করা উচিত হইবে না। কেননা, সাময়িক সুবিধা বা প্রয়োজনের জন্য এরূপ করিতে হয়।

॥ লাভবান হওয়ার উপায় ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, এ সমস্ত হুকুমের সারকথা হইল পালাক্রমে উপকৃত হওয়া। পালাক্রমে কাজ শরীয়ত বিধানেও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, যদি কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বহুলোক শরীক থাকে এবং উহা সফল করিতে সকল প্রার্থীর স্থান এক মজলিসে সংকুলান না হয়, তবে শরীয়ত উহার জন্য পালাক্রমে কাজ সমাধা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিবেকও এরূপক্ষেত্রে একথারই অনুকূলে বলে যে, সমস্ত

www.BANGLAKITAB.com

প্রার্থীর পূর্ণ জ্ঞানলাভের ইহাই একমাত্র উপায় যে, পরস্পর একমত হইয়া পালাক্রমে জ্ঞানলাভ করুক। আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

যেমন, একটি মাত্র কূপ। শহরের প্রত্যেকটি অধিবাসীই এই কূপের পানির মুখাপেক্ষী। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে এই কূপ হইতে পানি ভরিতে পারে না। এমতাবস্থায় সকলে এই কূপ হইতে পানি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায় হইতে পারে যে, একের পর এক করিয়া সকলে পানি গ্রহণ করিবে। এক সঙ্গে চারি জনের এই অধিকার নাই যে, তাহারা কূপের উপর শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে আর কাহাকেও স্থান দিবে না।

ইহা এমন এক দৃষ্টান্ত যাহার সমর্থনে কাহারও মতভেদ নাই। অতএব, পার্থিব কাজে স্বার্থ লাভের ব্যাপারে পালাক্রমে কাজ করা সর্বজনস্বীকৃত, এইরূপ ধর্মীয় স্বার্থের বেলায়ও সকলের লাভবান হওয়ার ইহাই উপায়। পালাক্রমে সকলেই লাভবান হইবে।

এই দৃষ্টান্তটির প্রায় কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। তাহা তত পরিষ্কার না হইলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। কোন মাদ্রাসায় যদি একজন মাত্র মুদাররেস হন এবং শিক্ষা লাভের জন্য মাদ্রাসার প্রত্যেকটি ছাত্রই তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে উপকার লাভের প্রত্যাশী। কেহ বোখারী শরীফ পড়িতে চায়, কেহ মুসলিম শরীফ, কেহ মান্তেক, কেহ দর্শন ইত্যাদি। এখন যদি বোখারীর ছাত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে আর কাহাকেও স্থান না দেয়, তবে অন্যান্য ছাত্রদের শিক্ষা লাভের কোন উপায়ই নাই। এই কারণেই বোখারীর ছাত্রদের এরূপ বেষ্টন করিয়া রাখার অধিকার নাই; বরং অন্যান্য জমা'আতের ছাত্রদের জন্যও সময় দেওয়া আবশ্যক।

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন যে, পার্থিব এবং ধর্মীয় স্বার্থে যদি প্রত্যাশীদের একত্র সমাবেশ সম্ভব না হয়, তবে পালা করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ নিতান্ত যুক্তি সঙ্গত ছিল। কেননা, تَفَسَّحُوا এবং انْشُزُوا নির্দেশ দুইটি ব্যাপক। কতক লোকও হইতে পারে বা সকলেও হইতে পারে। অতএব, যদি সকলকে উঠিয়া যাইতে বলিয়া থাকেন, তবে সকলের পক্ষেই উঠিয়া যাওয়া ওয়াজেব। এখানে এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে না যে, এই মজলিসের ভিত্তি ছিল সকলকে ফায়দা পৌঁছানের উপর। সকলকে উঠাইয়া দিলে তো সকলেই বঞ্চিত হইয়া গেল। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, ইহাতেও সকলেই উপকৃত হইতে পারে যে, হয়ত নির্জনে থাকিয়া হুযুর (দঃ) সর্বসাধারণের মঙ্গলজনক কোন চিন্তা করিবেন, কিংবা বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন, যাহাতে পুনরায় সকলের হিতসাধনের জন্য নূতন উদ্যম লাভ করিতে পারেন। ইহাতেও তো

www.BANGLAKITAB.com

সকলেরই মঙ্গল হইল। এইরূপে অন্য কোন সভাপতিও যদি এরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হন যে, কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে মজলিসের কতক লোককে কিংবা সকল লোককে উঠিয়া যাইতে বলেন, তবে তিনিও এরূপ বলিতে পারেন যে, এখন তোমরা উঠিয়া যাও। নির্দেশদাতা তেমন নির্দেশ প্রদানের উপযুক্ত হইলে উহাকে মঙ্গল-জনকই মনে করিতে হইবে এবং তাহা পালন করাও ওয়াজেব হইবে।

সুতরাং মোনাফেকদের এই অভিযোগের ভিত্তি শুধু ব্যক্তিগত হিংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা শুধু ঘৃণা ও লজ্জার খাতিরেই হুযূরের নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ এমনও কতক স্বভাব আছে যাহারা এরূপ নির্দেশকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করিয়া থাকে।

এখন আমার নিজস্ব একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। প্রথম বয়সে অর্থাৎ, যখন আমি সবে মাত্র বালেগ হইয়াছি, তখন একবার আমাদের মসজিদে নামাযের ইমামতি করিবার জন্য দাঁড়াইলাম। কাতারের মধ্যে ডান দিকে মানুষ অধিক হইয়া গিয়াছিল এবং বাম দিকে ছিল কম। আমি ডান দিকের একজন লোককে বলিলাম, আপনি বামদিকে আসুন। ইহা শুনিয়া তিনি এত রাগান্বিত হইলেন যে, চেহারা লাল হইয়া গেল। মুখে কিছু বলিলেন না বটে ; কিন্তু চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অথচ ইহা কোন রাগের কথা ছিল না। কাতারের শৃঙ্খলা করাকে শরীয়তেও নিতান্ত জরূরী বলা হইয়াছে।

তাঁহার এই আচরণ আমারও অপছন্দ হইয়াছিল। অবশেষে আমি তাঁহার নিকটস্থ একজন লোককে বলিলাম। ভাই আপনিই এদিকে আসিয়া পড়ুন। কেননা, তাহার তো মানহানি হইবে। ইহাতে তো তিনি এত রাগান্বিত হইলেন যে, কাতার হইতে সরিয়া গিয়া একেবারে মসজিদ ছাড়িয়াই চলিয়া গেলেন। অতএব, বলিতেছি কতক স্বভাব এমনও আছে যাহারা অপরের নির্দেশ পালন করাকে অপমানকর মনে করে। তদ্রূপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিলে এবং তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। এই কারণেই এই আয়াতটি দ্বারা এই আইন স্থায়ীভাবে জারী করিয়া দেওয়া হইল। অন্যথায় বাহ্য দৃষ্টিতে এরূপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ইহা এমন পরিষ্কার কথা যাহা দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। সুস্থ স্বভাব ইহাই কামনা করে। কিন্তু এই ধরণের স্বভাবের কারণেই এরূপ আইন স্থির করিয়া দিয়াছেন যেন ওয়াজেব মনে করিয়া পালন করিতে হয় এবং উহার নির্দেশও দিয়াছেন। নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে উৎসাহও দিয়াছেন যেন কেহ ভয়ে পালন করে এবং কেহ আগ্রহে পালন করে। কেননা, স্বভাবও দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে। কোন কোন স্বভাবের উপর ভয়ের ক্রিয়া অধিক হয় আর কতক স্বভাবের উপর উৎসাহ প্রদানের ক্রিয়া অধিক হয়, যেমন আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখিতে

www.BANGLAKITAB.com

পাইতেছি। কোরআনের মজা সেই ব্যক্তি অধিক পায় যাহার দৃষ্টি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি থাকে এবং তাহাতে সে গভীর ভাবে চিন্তাও করে। যেমন, যদি সেই বড় মিঞার ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে এই হুকুমটি শরীয়তের বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত বুঝিবার মজা উপভোগ করিতে পারিতাম না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কেমন সুন্দর ও উত্তম শৃঙ্খলা করা হইয়াছে। সামান্য বিষয়ও ছাড়েন নাই;

মোটকথা, এই ধরণের ঘটনা পাছেও ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কাজেই এই আইনটি স্থায়ীভাবে জারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই আইন মান্য করার ফল ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত করিয়া দিব।" আর দ্বিতীয় আদেশ এই করিয়াছেন—"যদি উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন, তবে উঠিয়া যাইও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও আলেমদের মরতবা উচ্চ করিয়া দিবেন।" এই হইল হুকুমের সারমর্ম। এই তাকরীরে আপনারা আয়াতের শানে-নুযুলও জানিতে পারিলেন এবং আয়াতের সারমর্মও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে হুকুম এবং উহা পালনের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

এখন আমি সেই কথা বর্ণনা করিতেছি যাহা এখন বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য। আমি বলিয়াছিলাম—এই হুকুমের ফলের একটি ভিত্তিস্থল আছে। উহাতে চিন্তা করিলে আপনারা সেই ব্যাপক নিয়মটি জানিতে পারিবেন। যাহা সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখা একান্ত আবশ্যক। অতএব, লক্ষ্য করুন এখানে একটি হুকুম। تَفَسَّحُوْا (স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও) এবং উহার ফল اللّٰهُ لَكُمْ। يَفْسَحِ অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর দ্বিতীয় হুকুমটি। فَانْشُزُوْا অর্থাৎ, "উঠিয়া যাও।" আর উহার ফল বলা হইয়াছে, اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ। يَرْفَعِ অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও আলেমদের মরতবা উচ্চ করিয়া দিবেন।" ইহার মধ্যে চিন্তা করার বিষয় এই যে, সভাপতির নির্দেশানুসারে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দিলে বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত কেন করিয়া দেওয়া হইবে? আর মজলিস হইতে উঠিয়া গেলে মরতবা উচ্চ কেন হইবে? যাহার কিছু মাত্র জ্ঞান আছে, সে তো কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়াই এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবে, "ইহার ভিত্তি এই যে, সে খোদা ও রাসূলের হুকুম মান্য করিয়াছে। কেননা, হুযূরের হুকুম খোদার হুকুম। আর ধর্মীয় নেতার হুকুমও খোদা ও রাসূলেরই হুকুম। কেননা, আল্লাহ্‌ই বলিয়াছেন, 'ধর্মীয় নেতার আনুগত্য করিও।' অতএব, আমরা যদি ধর্মীয় মজলিসের নেতার নির্দেশ পালন করি, তবে খোদারই হুকুম পালন করিলাম। মোটকথা, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফল এই দাঁড়াইবে যে, মজলিসের নেতার নির্দেশ পালনকারী খোদা ও রাসূলেরই নির্দেশ পালনকারী। কাজেই সে এই ফল লাভ করিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, এখন এই বিষয়টি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, খোদা ও রাসূলের ফরমাঁবরদারী করিলে এই দুইটি ফল পাওয়া যায়। এতদসঙ্গে আরও বিষয় যদি আসিয়া পড়ে, তবে ইহার পরিপূরক হিসাবেই ইহার সম্প্রসারণের জন্য আসিবে। কিংবা কোন কোনটি ইহার উপর বর্তিবে।

॥ নব্য শিক্ষার অপকারিতা ॥

একটি কথা এই রহিল যে, এখন আমি এই বিষয়টি অবলম্বন করিলাম কেন? এ সম্বন্ধে আমি প্রথমে বলিয়াছি আজকাল এই বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, এই যুগে মানুষের খেয়াল ও মত বিভিন্নরূপ। সম্পদের অন্বেষণ এবং মান-মর্যাদার কামনারই খুব চর্চা। যাহার দিকে দৃষ্টি করিবেন তাহাকেই দেখিবেন ইহাতে মগ্ন। এই ধন-সম্পদ এবং মান মর্যাদা লাভের জন্য নানাবিধ তদ্‌বীরও নিজেদের তরফ হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ঐ সমস্ত তদ্‌বীরে এ দিকে লক্ষ্য করা হয় না যে, কোন্ তদবীর হালাল আর কোন্ তদবীর হারাম। অধিকাংশ খেয়াল এদিকেই আকৃষ্ট রহিয়াছে যে, আসল বস্তু ধন-দৌলত ও মান-সম্মান। ইহা প্রচুর পরিমাণে লাভ করাকেই উন্নতি বলা হয়। ইহার জন্যই চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টা শরীয়ত অনুরূপ হউক বা উহার বিরোধী হউক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ধন-সম্পদ অর্জনের এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়, যাহার বদৌলতে শরীয়ত হইতে দুরে সরিয়া পড়ে।

যেমন, তাহারা মনে করে, আধুনিক শিক্ষা পূর্ণরূপে অর্জন করা উচিত এবং ইহাতে বড় বড় ডিগ্রী লাভ করিতে হইবে তাহাতে যেমনই কুফল ফলুক না কেন, এ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। আজকাল আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলেমদেরে প্রশ্ন করা হইয়া থাকে যে, তাহারা আধুনিক শিক্ষার বিরোধী এবং উহাকে না জায়েয বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, যদি আধুনিক শিক্ষার এ সমস্ত কুফল না হইত যাহা আজকাল দেখা যাইতেছে, তবে আলেমগণ কখনও ইহার বিরোধিতা করিতেন না। কিন্তু এখন দেখুন, কি অবস্থা হইতেছে, আধুনিক শিক্ষিত যত আছেন দুই একজন ছাড়া আর সকলেরই অবস্থা এই যে, রোযা নামায কিংবা শরীয়তের অন্য কোন বিধানের সহিত তাহাদের সম্পর্কই নাই; বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে শরীয়তের বিরুদ্ধেই চলিতেছে। তদুপরি বলিয়া থাকে—ইহাতে ইসলামের উন্নতি হইতেছে।

বন্ধুগণ! যখন তাহাদের মধ্যে ইসলামের কিছুই রহিল না, তখন ইস্‌লামের উন্নতি হইল কোথায়? অবশ্য ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার উন্নতি হইয়াছে। ইসলাম তো টাকা-পয়সা এবং পদমর্যাদাকে বলা হয় না। খোদার শোক্‌র! হুযুর (দঃ) ইস্‌লামকে ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী রাখিয়া যান নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ইহার

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যার প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। বিচিত্র নহে যে, এই যুগের উদ্দেশ্যেই এত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার বিবরণ এই যে, অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম ভয়ে অনেক কথা হুযূর (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা একবার জিব্রায়ীল (আঃ)কে মানুষের আকৃতিতে হুযূর (দঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন। তিনি এক সাধারণ মজলিসে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং উপস্থিত সকলকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে হুযূরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, উক্ত প্রশ্নসমূহের মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল—مَا الْاِسْلَامُ "ইসলাম কি?" হুযূর উত্তর করিলেন :

اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تَحُجَّ الْبَيْتَ -

"মনে মুখে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসের রোযা রাখা ও বয়তুল্লা শরীফের হজ্জ করা।" অতএব, হুযূর (দঃ)-এর ব্যাখ্যায় যখন ইস্‌লামের স্বরূপ জানা গেল, তখন ইস্‌লামের উন্নতি তো ইহাই হইবে যে, বর্ণিত নির্দেশসমূহ পালনে উন্নতি হয়, নামাযে উন্নতি হয়, রোযায় উন্নতি হয়। টমটম কিংবা প্রাসাদ তুল্য বাড়ী হইলে ইহাকে ইস্‌লামের উন্নতি বলা যাইবে না। মোটকথা, যখন হুযূর (দঃ) ইস্‌লামের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন কে সেই ব্যক্তি—যে বড় বড় পদ লাভ করা এবং ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা লাভ করাকে ইস্‌লাসের উন্নতি বলিবে?

॥ ধন ও মানের উন্নতি ॥

মুসলমান যদি নিজের ধর্মীয় অবস্থার উপরই কায়েম থাকিত তথাপি ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদাকে ইস্‌লামের উন্নতি বলা যাইত না; বরং মুসলমানদের উন্নতি বলা যাইত। কিন্তু যখন তাহারা ইস্‌লামের উপরে কায়েম নাই, তখন ইহাকে মুসলমানের আর্থিক উন্নতি বলা যাইবে না; বরং কাফেরের আর্থিক উন্নতি বলা হইবে। অর্থাৎ যখন নামায, রোযা, ইস্‌লামী বিশ্বাস সব কিছুই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন যদি ধন এবং মানের উন্নতিও হয়, তবে ইহাকে মুসলমানের উন্নতি বলা যাইবে না; বরং কাফেরের উন্নতি বলা যাইবে। এই আর্থিক উন্নতিকে এমনিভাবে কল্পনা ও কামনার কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিয়াছে যে, হালাল হারামেরও কিছু মাত্র বাছ-বিছার নাই। সুদেই হউক আর ঘুষেই হউক ধন উপার্জন করা চাই। শরীয়তকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইলেও আপত্তি নাই, কিন্তু ধন হাতছাড়া হইতে পারিবে না। তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বলিয়া ফেলিয়াছে যে, এখন হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য করার সময় নহে। এখন এমন সময় উপস্থিত, যেই প্রকারেই হউক টাকা সঞ্চয় কর। চিন্তা করুন, মুসলমান এরূপ মত প্রকাশ করিতেছে। তবে আলেমদের দোষ কি যদি তাহারা আধুনিক শিক্ষা হইতে বারণ করে?

এইরূপে পদ-মর্যাদার উন্নতির বেলায়ও এই বিচার নাই যে, উহা লাভ করিবার পন্থা হালাল না হারাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন উপায়ে পদ-মর্যাদা লাভ করা হয় যাহা শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি মজার কথা এই যে, পদের দ্বারা কাজও অপবিত্রই লওয়া হয়। কখন কখন পদ-মর্যাদাকে যুলুম ও অত্যাচারের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। আর সেই যুলুমকেই নিজের সরদারী ও কর্তৃত্বের শান মনে করিয়া থাকে। যেমন কেহ কেহ বলে: لَا رِيَاسَةَ اِلَّا بِالسِّيَاسَةِ "অর্থাৎ, শাসন ছাড়া সরদারী ও কর্তৃত্ব থাকে না।" এই বাক্যটি মূলে সত্যও বটে; কিন্তু শাসনের অর্থ তাহা নহে যাহা ইহারা বুঝিয়াছে অর্থাৎ, যুলুম করা; বরং শাসনের অর্থ সংশোধন। আর সংশোধন বলে, হুকুম জারী করাকে। যেমন, অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত আছে— وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا "তোমরা সংশোধনের পরে যমিনে ফ্যাসাদ বিস্তার করিও না।" ইহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা কোন একস্থানে এক স্বতন্ত্র ওয়াযে বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলকথা, ধন ও পদ-মর্যাদাকে মানুষ মূল উদ্দেশ্যের স্তরে কামনার কেন্দ্রস্থল করিয়া লইয়াছে। এই রোগটি এখন বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই এখন এ বিষয়ে বয়ান করার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে দুইটি নির্দেশের দুইটি বিচিত্র ফল বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এ যুগের উদ্দেশ্যের খুবই উপযোগী।

॥ মান এবং অপমানের কারণ ॥

يُفْسِحُ শব্দের অর্থ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া। ইহার সামঞ্জস্য আর্থিক উন্নতি ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত। আর يَرْفَعُ শব্দের অর্থ মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেওয়া। ইহার সামঞ্জস্য পদ-মর্যাদার উন্নতির সহিত। যেন আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রশস্ততা এবং উন্নতি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ফরমাঁবরদারীর দ্বারাই হইতে পারে। অথচ আমরা বুঝিতেছি যে, শরীয়তের বিরোধিতা করিলেই স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে। পক্ষান্তরে শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিলে নাজায়েয চাকুরী ছাড়িতে হইবে, হারাম মাল হইতে দূরে থাকিতে হইবে, বস্ পাঁচ টাকা মাসিক আয়ের মোল্লা থাকিয়া যাইব। অতঃপর প্ল্যাটফরমেও যাইতে পারিব না, বিনা টিকেটে গাড়ীতেও ভ্রমণ করিতে পারিব না, কোন সম্মানও পাইব না, যেন দুনিয়ার সমস্ত ইয্যৎ প্ল্যাটফরমে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব, খোদা তা'আলা বলেন,

www.BANGLAKITAB.com

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান শুধু ফরমাঁবরদারী এবং এবাদতের দ্বারাই হাছিল হইতে পারে। আর যেহেতু ধন-দৌলতের পরিণতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আবার স্থানের প্রশস্ততাও এক নেয়ামত। কাজেই আমরা যদি এই বিষয়টিকে একটু সম্প্রসারিত করিয়া দেই, তবে কোন ক্ষতি নাই। অতএব, আমরা বলিব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি এবং মরতবা অর্থাৎ, পদমর্যাদার উন্নতি উভয় বস্তুই এবাদতের উপর নির্ভরশীল। এবাদৎ না হইলে আর্থিক উন্নতিও নাই, পদ-মর্যাদার উন্নতিও নাই; বরং অপমান এবং সঙ্কীর্ণতাই হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

* ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة اعمى

"আমার যেকের হইতে যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়াছে। সে সংকীর্ণ জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাহাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করিব।" এই আয়াতে হাশর-কিয়ামতের মুকাবেলায় সংকীর্ণ জীবিকা উল্লেখ করায় একথার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই সংকীর্ণ জীবিকা কিয়ামতের পূর্বে হইবে। তাহা কেয়ামতের পূর্ববর্তী আলমে বরযখেও হইতে পারে কিংবা দুনিয়াতেও হইতে পারে। অতএব, আয়াতে যখন খাছ করিয়া কোন আলমের কথা বলা হয় নাই, তখন ইহা উভয় জগতের জন্য ব্যাপক বলিতে হইবে। কেবল আলমে বরযখের সহিত খাছ করা হইবে না। বিশেষ করিয়া ঘটনাবলী যখন সাক্ষ্য দিতেছে যে, পাপের কারণে দুনিয়াতেও সংকীর্ণতা হইয়া থাকে। একটু পরেই আমি তাহাও বলিতেছি।

সারকথা, এবাদৎ না করিলে দুই প্রকারের শাস্তি হইবে। কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ অবস্থায় উঠান হইবে। আর আলমে বরযখে ও দুনিয়াতে সংকীর্ণ জীবিকার সহিত দিনাতিপাত হইবে। অতএব, সচ্ছলতা ও আরাম শুধু এবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। অন্যথায় আলমে বরযখের সংকীর্ণতা তো আছেই। তাহা ছাড়া দুনিয়াতেও সংকীর্ণতা ভোগ করিতে হইবে।

॥ আরাম ও এবাদতের সম্পর্ক ॥

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, আমরা তো দেখিতেছি, যাহারা এবাদৎ করে না তাহারাই তো অধিক সচ্ছল জীবন যাপন করিতেছে। ইহার উত্তর এই যে, আপনি যাহাকে সচ্ছলতা মনে করিতেছেন, ইহা শুধু বাহিরে দেখা যাইতেছে। অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা দেখিলে বুঝিবেন, আসলে ইহা সচ্ছলতা নহে, নিতান্ত সংকীর্ণতা। এই জন্য আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

* ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا

www.BANGLAKITAB.com

"তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ ইহাই চায় যে, এসমস্ত বস্তুর দ্বারা তাহাদিগকে ইহলোকেই শাস্তি দান করিবেন।" অতএব, মনে রাখিবেন, এবাদৎ না হইলে এসমস্ত ধন-দৌলত খোলস মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এরূপ ব্যক্তির অন্তরে সীমাহীন অশান্তি এবং সংকীর্ণতা বিরাজমান। কোন সময়েই সে অনাবিল শান্তি পায় না। কেননা, অনেক ঘটনাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। সন্তান আছে তাহারা মরেও, রোগাও থাকে। স্বয়ং মালদার ব্যক্তিও বহু মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া যায়, সময় সময় মাল চুরিও হয়। উহাতে আবার কখন কখন লোকসানও হয়, নানাবিধ কষ্টও ভোগ করিতে হয়। আর যেহেতু আরামপ্রিয়তা অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং অনেক ব্যাপার স্বভাবের বিরুদ্ধেও আসিয়া পড়ে। ইহা হ্রাস করার উপায়ও থাকে না (কেননা, আসল উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক)। সুতরাং তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। ইহার চেয়ে আরও পরিষ্কার করার জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। মনে করুন, দুই ব্যক্তির দুইটি জোয়ান ছেলে মরিয়া গেল। উভয়ই সকল অবস্থার দিক দিয়া সমান, কিন্তু প্রভেদ শুধু এতটুকু যে, তাহাদের একজন খোদার ফরমাঁবরদার আর একজন খোদার নাফরমান এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামে ও গাফলতে ডুবিয়া আছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, পুত্র-বিয়োগের শোক কাহার হৃদয়ে অধিক লাগিবে? এই শোক কাহার হৃদয়ে অধিক স্থায়ী হইবে?

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র অনুগত ব্যক্তির মনে অধিক শোক চিন্তা হইবে না। কেননা, সে মনে করিবে, هر چه آن خسرو کند شیرین او "সেই মহান বাদশাহ্ যাহা কিছু করেন তাহাই আমার জন্য মধুর।" সে আরও জানে, আজই তাহার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। কোন উপায়ে ইহার অন্যথা হইতে পারিত না। আর ইহাও সে বুঝে—এই পুত্র বিয়োগের জন্য পরকালেও আমি সওয়াব পাইব, এখনও সওয়াব পাইলাম। এ সমস্ত কল্পনার সাহায্যে তাহার হৃদয়ে অতি সত্বর সান্ত্বনা আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে সেই নাফরমান বান্দা জীবন ভরিয়া শোক-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। কোন সময় খেয়াল হইবে, আফসুস! অমুক হাকীম সাহেবকে ডাকিতে বিলম্ব হওয়ায় ছেলেটি মারা গেল। কোন সময় চিন্তা করিবে—অমুক ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে অবশ্যই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইত।

ফলকথা, এই প্রকারের ধারাবাহিক চিন্তা তাহার জীবনের জন্য শিকড় বাঁধিয়া যায় এবং সারা জীবনের জন্য এক ধুন্ লাগিয়া যায়। অতএব, তাহার নিকট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বাহ্যিক উপকরণ যদিও সবকিছুই বিদ্যমান, কিন্তু উক্ত উপকরণ তাহার মনের প্রফুল্লতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পুঁজি নহে। কেননা, তাহার হৃদয় দুঃখে-শোকে সংকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহা যেন তাহার হৃদয়ের জন্য এক কঠিন শাস্তি। এই রহস্যের

www.BANGLAKITAB.com

কারণেই আপনি কোন সংসারাসক্ত লোকের মনে কোন সময় শান্তি দেখিবেন না। ইহার কারণ এই যে, নাফরমানী করিয়া মনের শান্তি ভাগ্যে জুটিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্‌র ফরমাঁবরদার হইলে সে শান্তিতে থাকিবে যদিও সে আমীর না হউক। আর আমীর হইলেও তথাপি তাহার শান্তির কারণ তাহার তালুক মুলুক বা ধন-সম্পদ হইবে না ; বরং এবাদৎই তাহার শান্তির মূল কারণ হইবে। অতএব, শান্তির মূল কারণ এবাদৎ-বন্দেগী। এখন আর উক্ত সন্দেহ কাহারও মনে থাকিতে পারে না।

॥ সম্মান ও এবাদতের সম্পর্ক ॥

এইরূপে ইয্‌যতও এবাদৎ-বন্দেগীর দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এসম্বন্ধেও মানুষ বড় ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা, মানুষ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উচ্চ মর্যাদা কামনা করে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে যদিও ধন-দৌলত অধিক হয় না, কিন্তু ধন্‌-দৌলতের মূল উদ্দেশ্য হাছিল হয়। অর্থাৎ, উপকারিতা ও সফলতা এবং ইয্‌যতের বা পদ-মর্যাদার মূল উদ্দেশ্য হাছিল হয় অর্থাৎ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইতে রক্ষিত থাকে। কেননা, টাকা-পয়সা তো উপকার লাভের এবং স্বার্থ ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে মানুষের কাজ-কর্ম খুব চলে। যেমন, টাকা পয়সার দ্বারা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য খরিদ করা হয়। অতএব ধনের দ্বারা উহার উপকারিতা ভোগই উদ্দেশ্য। আর পদ-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্য ক্ষতি ও অনিষ্ট প্রতিরোধ করা ; অর্থাৎ, উহার ফল এবং উহার উদ্দেশ্য এই ক্ষতিরই প্রতিরোধ। কেননা, জ্ঞানীদের মতে পদ-মর্যাদা শুধু এই উদ্দেশ্যে লাভ করা হয় যেন উহার সাহায্যে বহুবিধ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা, যদি সম্মানী লোক না হয়, তবে তাহাকে যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া ফেলে, যাহার মনে চায় ধরিয়া নিয়া বেগার খাটায়। পক্ষান্তরে সম্মানী লোককে কেহ বিরক্ত করে না, কেহ কষ্ট দেয় না। অতএব, ইয্‌যতের রূহ—ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করা। আবার উভয়ের রূহ শান্তি। এই শান্তি এবাদতের দ্বারা-ই সম্ভব হয়। বাহ্যিক উপকরণ যাহাকিছুই হউক না কেন।

দেখিয়া লউন, এই শান্তি খোদা ও রাসূলের ফরমাঁবরদার লোকেরাই লাভ করিয়া থাকে, না—বিরোধী ও নাফরমান লোকেরা? পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, খোদা ও রাসূলের নাফরমান একটি লোকও শান্তিতে পাইবেন না। ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সন্ধান পাইবেন যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমান লোক সর্বক্ষণ কোন না কোন এক প্রকারের অশান্তির মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। মোটকথা, মাল ও পদ-মর্যাদার যাহা প্রাণ তাহা এবাদতের দ্বারাই লাভ করা যায়। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি লাভ করার উপায়ও এবাদৎই বটে। এই তাকরীরের পরে পদ-মর্যাদা ও ধন-প্রার্থীদিগকে বলা হইবে :

www.BANGLAKITAB.com

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی + کیں رہ کہ تو میروی بہ ترکستان ست

"আমার আশঙ্কা, হে বেদুইন! তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না, কেননা, যেপথে তুমি চলিতেছ ইহা তুর্কীস্তানের পথ।"

॥ দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা ॥

যে পথে তুমি দুনিয়ার শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছ। এই পথই সেই শান্তির নহে। এই আয়াতে উহাই বলা হইয়াছে যে, সচ্ছলতা এবং পদ-মর্যাদা খোদা ও রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এই মাসআলাটি বর্ণনা করাই আমার এখন উদ্দেশ্য ছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ্ প্রয়োজনীয় পরিমাণ উহার বর্ণনা হইয়াও গিয়াছে। এসম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায় যে ভুলের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য কেহ বলিতে পারেন, এই আয়াতে তো উল্লেখ করা হইয়াছে বেহেশতের সচ্ছলতার কথা, আর আমাদের প্রয়োজন দুনিয়ার সচ্ছলতা। তাহা এবাদতের দ্বারা হাছিল হইবে এমন কথা তো আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে না। বেহেশ্‌তের শান্তি লাভের অপেক্ষায় কতকাল বসিয়া থাকিব?

ইহার একটি উত্তর এই যে, আয়াতে কোথাও বেহেশ্‌তের নাম উল্লেখ নাই। অতএব, আমরা ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে বাধা কি আসিবে? বিশেষতঃ, আমরা যখন স্বচক্ষে দেখিতেছি, যেমন উপরোক্ত বর্ণনায় বুঝা গিয়াছে। আর যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, এই প্রতিশ্রুতি বেহেশ্‌ত সম্বন্ধেই বটে, তবে বেহেশ্‌তের মোকাবেলায় দুনিয়া কি বস্তু? বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি যখন হইয়া গিয়াছে, তখন দুনিয়ার প্রতি কি আর আগ্রহ থাকা উচিত? মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তোমাকে একটি টাকা দেওয়া হইবে, তখন কি তাহার মনে আর পয়সার কামনা বাকী থাকে?

এই দৃষ্টান্তের পরে লক্ষ্য করুন, দুনিয়া ও বেহেশ্‌তের মধ্যে সম্বন্ধ কি? হাদীসে আসিয়াছে—আখেরাতের সামনে দুনিয়ার অস্তিত্ব এইরূপ—যেমন, সমুদ্রের সামনে সূচাগ্রের এক ফোটা পানি। যদি অবিভাজ্য কোন অংশের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকে, তবে সূচাগ্রের পানি বিন্দুটিকে তাহাই বলা যায়। অতএব, সমুদ্রের পানির সহিত এই সূচাগ্র বিন্দু পানির যে সম্পর্ক, আখেরাতের সহিত দুনিয়ার সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপ। দুনিয়াতে যদি ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদা লাভ নাও হয় এবং এই আয়াতে তাহা উদ্দেশ্য না হয়, তবে ক্ষতি কি? ইহা সর্বশেষ জবাব। অন্যথায় আমার দাবী এই যে, দুনিয়াতেও এবাদতের দ্বারা সচ্ছলতা লাভ হয়। খুব বেশী হইলে এতটুকু হইবে যে, আয়াতটিকে তোমার তফসীর অনুযায়ী বেহেশ্‌তের সচ্ছলতার সহিত

www.BANGLAKITAB.com

খাছ করা হইলে—তাহা মানিয়া লওয়ার পর—এই আয়াত দ্বারা দুনিয়ার সচ্ছলতা প্রমাণিত হইবে না, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমি অন্য আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দিব। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেন :

ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض *

"যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং খোদাকে ভয় করিত, তবে আমি তাহাদের জন্য আসমান হইতে এবং যমিন হইতে বরকতসমূহের দ্বার খুলিয়া দিতাম।"

আর এক আয়াতে বলিতেছেন :

ولو انهم اقاموا التورة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ٥

"আর যদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যাহাকিছু তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে নাযিল করা হইয়াছে কায়েম রাখিত, তবে তাহারা তাহাদের উপর হইতে এবং তাহাদের পায়ের নিম্ন হইতে খাদ্য পাইত।" এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আয়াত আছে। অতএব, যদি কোন আয়াতে বেহেশ্‌তের সচ্ছলতা বুঝায় আর অন্য আয়াতে দুনিয়ার সচ্ছলতা বুঝায়, তবে ক্ষতি কি? এ সমস্ত আলোচনা দুনিয়া-পূজকদের রুচি অনুযায়ীই করা হইল। নতুবা আসল কথা এই যে, দুনিয়ার প্রতি মুসলমানদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা অবাঞ্ছনীয়। তাহাদের লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত একমাত্র আখেরাত। কেননা, আখেরাতের সচ্ছলতার মোকাবেলায় দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য এবং আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব কিছুই নহে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুনিয়াতে সারাজীবন নেয়ামতে ডুবিয়া ছিল এমন এক ব্যক্তিকে দোযখে একবার ডুব দেওয়াইয়া বলা হইবে : هل رأيت نعيما قط "তুমি কি কখনও কোন নেয়ামত দেখিয়াছ?" সে জবাব দিবে : "আমি কখনও দেখি নাই।" আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সারাজীবন কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহাকে বেহেশতে ঢুকাইয়াই জিজ্ঞাসা করা হইবে : "তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ?" সে জবাব দিবে : "না, কখনও না।"

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। মনে করুন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতেছে যে, তাহাকে খুব প্রহার করা হইতেছে এবং চতুর্দিক হইতে সাপ বিচ্ছু তাহাকে দংশন করিতেছে। কিন্তু জাগিয়া সে কি দেখিতেছে? শাহী তখ্‌তের উপর আরামে বসিয়া আছে। কেহ তাহার মাথায় চামর হেলাইতেছে। কেহ আতর গোলাব মালিশ করিতেছে। কেহ পান আনিয়াছে। চতুর্দিকে সারি সারি লোক করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্তস্বপ্নের কোন প্রতিক্রিয়া তাহার হৃদয়ে

www.BANGLAKITAB.com

অবশিষ্ট থাকিতে পারে কি? কখনও না; বরং সেই স্বপ্নের কথা আপনাআপনি মনে আসিলেও, আনন্দ-মগ্ন মন তাহা ভুলাইয়া দিবে।

পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল, সে শাহী তখ্‌তে সমাসীন, সমস্ত লোক তাহার সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান। মানুষ তাহার সম্মুখে নিজ নিজ অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করিতেছে। সে উহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চক্ষু খুলিতেই দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি তাহার মাথায় জুতা মারিতেছে এবং বহু সাপ-বিচ্ছু তাহাকে জড়াইয়া রহিয়াছে। আর একটি কুকুর তাহার মুখে প্রস্রাব করিতেছে। কেহ কি বলিতে পারে যে, এই সমস্ত বিপদ স্বচক্ষে দেখার পরেও স্বপ্নের কোন আনন্দ তাহার অন্তরে থাকিতে পারে? কখনও না। অতএব, দুনিয়ার দৃষ্টান্তও আখেরাতের মোকাবেলায় ঠিক এইরূপ মনে করিবেন। যেমন, জাগ্রত অবস্থার মুকাবেলায় স্বপ্নের দৃষ্টান্ত। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন:

حال دنیا را بپور سیدم من از فرزانۂ + گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانۂ

باز گفتم حال آن کس گو که دل دروی به بست + گفت یا غولیست یا دیویست یا دیوانۂ

"জনৈক জ্ঞানবান লোকের নিকট দুনিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলেন, হয়ত স্বপ্ন, কিবা বায়ু অথবা গল্প। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহার অবস্থা কি বলুন? বলিলেন, হয়ত বহুরূপী জ্বিন, কিংবা ভুত, অথবা পাগল।" অতএব, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত স্বপ্নেরই মত। দুনিয়াতে যদি সারাজীবন আনন্দ ও খুশীর সহিত জীবন যাপন করিল, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গেরেফতার হইয়া গেল, তবে দুনিয়ার এই সুখময় জীবন কি কাজে আসিবে?

॥ দুনিয়ার অবস্থার দৃষ্টান্ত ॥

দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। গল্পটি বাহ্যতঃ অর্থহীনেরই মত। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয়ের সহিত পুরাপুরি মিল রহিয়াছে। এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রত্যহ ঘুমন্ত অবস্থায় প্রস্রাব করিত এবং তাহার বিবী অপবিত্র বিছানা ও কাপড়-চোপড় ধুইত। একদিন বিবী বলিল, হতভাগা! আমি তো প্রস্রাব ধুইতে ধুইতে প্রাণান্ত হইলাম। বল তো, তোমার উপর কোন্ বালা সওয়ার হয়। যাহার কারণে তুমি এরূপ করিয়া থাক? সে বলিল, আমি রোজ স্বপ্নে দেখি—শয়তান আসিয়া আমাকে বলে, চল, তোমাকে ভ্রমণ করাইয়া আনি। আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে সে বলে, প্রথমে পেশাব করিয়া লও। তখন আমি পেশাব করিতে বসিয়া মনে হয়, যেন পেশাবখানায়ই পেশাব করিতেছি, অথচ পরে দেখি বিছানায় প্রস্রাব করিয়াছি।

এই স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া বিবী বলিল, আমরা গরীব মানুষ, আর শয়তান জ্বিন জাতির বাদশাহ্। তাহাকে বলিও, আমাদিগকে যেন কোন স্থান হইতে কিছু

www.BANGLAKITAB.com

টাকা আনিয়া দেয়। স্বামী শয়তানের নিকট তাহা বলিবে বলিয়া ওয়াদা করিল। রাত্রে সে শয়ন করিলে যখন পুনরায় শয়তান আসিল, তখন সে শয়তানকে বলিল, বন্ধু! আমি বিনা পয়সায় চলিব না। কোন স্থান হইতে কিছু টাকা আনিয়া দাও। শয়তান বলিল, এটা এমন কি মুশ্‌কিলের কথা! তুমি আমার সঙ্গে চল, পরে যত টাকা বলিবে তাহাই পাইবে। শয়তান তাহাকে এক রাজকোষের সম্মুখে নিয়া দাঁড় করাইয়া দিল এবং একটি গাঁঠুরীতে অনেক টাকা ভরিয়া তাহার কাঁধের উপর রাখিল। উহা এত ভারী ছিল যে, বোঝার চাপে তাহার পায়খানা বাহির হইয়া গেল। ভোর হইলে দেখা গেল, বিছানা পায়খায়নায় ভর্তি। বিবী জিজ্ঞাসা করিল: 'এটা কি হইল।' সে বলিল: 'শয়তান আমার কাঁধে টাকার এত বড় বোঝা চাপাইয়াছিল যে, বোঝার চাপে আমার পায়খানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' তখন বিবী বলিল: মিঞা! তুমি প্রস্রাবই করিও। আমাদের টাকার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আর পায়খানা করিও না।'

এই গল্পটি অর্থহীনের মতই বটে; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদেয় অবস্থার সহিত পুরা-পুরি মিল রহিয়াছে। আমরাও সেই ব্যক্তির ন্যায় এখন নিদ্রা-মগ্ন রহিয়াছি, এবং স্বপ্নে দেখিতেছি বহু রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার থলি নিজেদেয় মাথায় লইয়া ফিরিতেছি, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যখন আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিবে, তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, সমস্তই ছিল স্বপ্ন এবং কল্পনা; আর কিছু নহে। তখন আমরা নিজেদের গুণাহ্‌রূপ মলমূত্রে থাকিব, আমাদের নিকট টাকা-পয়সাও থাকিবে না। কোন বন্ধু-বান্ধব বা সাহায্যকারীও থাকিবে না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একাকী হইব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ *

"এবং তোমরা আমার কাছে আসিলে একাকী একাকী। যেরূপ আমি তোমাদিগকে প্রথম দফায় সৃষ্টি করিয়াছি। আর ত্যাগ করিয়া আসিলে তোমাদের পশ্চাতে যেসমস্ত জীবিকার উপকরণ আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম।" আর টাকা-পয়সা—থাকিলেই কি—তাহা তখন কোন কাজে আসিবে না। যেমন আর এক আয়াতে বলিতেছেন:

وَلَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

www.BANGLAKITAB.com

"এবং যদি তখন তাহাদের জন্য হয় দুনিয়ার সবকিছু এবং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও এতগুলি, এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা উহা দ্বারা কিয়ামত দিবসের আযাবের মুক্তিপণ দিবে। তাহাদের নিকট হইতে উহা কবুল করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাময় শাস্তি রহিয়াছে।" অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যদি একজন লোক সারা দুনিয়া প্রাপ্ত হয় এবং আযাব হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য উহা মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে চায়, তবে তাহার নিকট হইতে উহা কবুল করা হইবে না। অতএব, এখানে কয়েক দিনের জন্য আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যদি ইহাই পরিণাম হইল, তবে এই আমোদ এবং সুখ-শান্তিও দুঃখ-কষ্টই বটে। আর যদি এখানে কিছু দিন দুঃখ-কষ্ট করিয়া অনন্ত কালের জন্য নেয়ামত লাভ করা গেল, তবে এই দুঃখ-কষ্টও শান্তি।

হযরত শায়খ্ আবদুল কুদ্দ্‌স গঙ্গুহী (রঃ) যখন উপর্যুপরি তিন দিন উপবাস করিতেন, তখন তাঁহার বিবী বলিতেন: 'হযরত! আর তো ছবর করা যায় না। তখন তিনি বলিতেন: "বেহেশ্‌তে আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। একটু ছবর কর। ইন্‌শাআল্লাহ্ সেই নেয়ামত আমরা অতি সত্বর লাভ করিতেছি।" 'আল্লাহু আকবর' বিবীও এমন শোকরকারিণী ও ধৈর্যশীলা ছিলেন যে, বেহেশ্‌তের জন্য অপেক্ষা করার উপরই সম্মত হইয়া নীরব হইয়া যাইতেন।

আর একজন বুযুর্গ লোকের ঘটনা। কোন এক বাদশাহ্ লিখিলেন, আপনি খুব সঙ্কীর্ণতার সহিত জীবনযাপন করিতেছেন, খাদ্য এবং বস্ত্র উভয়েরই খুব কষ্ট করিতেছেন। আপনি এখানে আসিয়া আমার কাছে থাকিলেই ভাল হয়। তিনি যে জবাব লিখিয়া পাঠাইলেন, উহার কয়েকটি বয়েত আমি এখানে পাঠ করিতেছি:

خوردن تو مرغ مسمن و مئے + بهتر از بن نانک جوین ما
پوشش تو اطلس و دیبا حریر + بخیه زده خرقهٔ پشمین ما
نیک همین ست که بس بگزرد + راحت تو محنت دوشین ما
باش که تا طبل قیامت زنند + آن تو نیک آید و یا این ما

"তোমার খাদ্য 'মোসাম্মান্-মোরগ' এবং শরাব, আমাদের যবের ছাতুতে প্রস্তুত একটি ক্ষুদ্র রুটি তাহা অপেক্ষা উত্তম। তোমার পোশাক মসৃণ শার্টিন, রেশমী কিংখাব এবং রেশমী বস্ত্র। আর আমাদের পোশাক সেলাই করা পশ্‌মী খেরকা। আমাদের রাত্রিকালে পরিশ্রম তোমার শান্তি ও আরামকে ছাড়াইয়া যায়। ইহাই আমাদের জন্য ভাল। কিয়ামতের ডঙ্কা বাজা পর্যন্ত থাক, তখন বুঝিতে পারিবে, তোমার সেই জাঁকজমকপূর্ণ খাদ্য ও বস্ত্রই ভাল হয়, না আমাদের এই গরীবী হালের খাদ্য-বস্ত্রই ভাল হয়।"

বাস্তবিকই ওখানে যাইয়া এখানকার সুখ-শান্তি তো থাকিবে না দুঃখ-কষ্টও থাকিবে না। আখেরাতে যাইয়া দুনিয়ার এই অতীত বস্তুসমূহ কি মনে থাকিবে?

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়াতেই দেখুন, অতীত জীবন স্বপ্নের চেয়ে অধিক নহে। যমানা অতীত হইয়া যাইতেছে, ঠিক যেন বরফের খণ্ড গলিতে আরম্ভ করিলে সম্পূর্ণ গলিয়াই শেষ হয়। এই জন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে: কিয়ামতের দিন দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীদিগকে যখন বড় বড় মর্যাদা দান করা হইবে, তখন সুখ-সম্পদ ভোগকারীরা বলিবে: 'আফসুস! যদি দুনিয়াতে আমাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটা হইত, তবে আজ আমরাও বড় বড় মর্যাদা লাভ করিতাম?' এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কোন চিন্তা না করিয়া বলিতে হয়, দুনিয়াতে কিছুই না পাইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অতএব, আলোচ্য আয়াতে যে সচ্ছলতা ও উচ্চ মর্যাদা দানের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহা বেহেশ্‌তের জন্য খাছ বলিয়া যে প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা নিরর্থক।

॥ বাহ্যিকরূপ ও হাকীকতের প্রভেদ ॥

বন্ধুগণ! বেহেশ্‌ত কি সামান্য বস্তু? এখনও দেখিতে পান নাই বলিয়া আপনাদের কাছে বেহেশ্‌তের কোন কদর নাই। দেখিলে উহার হাকীকত জানিতে পারিবেন। আর যাহারা ঐসমস্ত বস্তুকে অন্তরের চক্ষু দ্বারা আজই দেখিয়া লইয়াছে তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শকদেরই মত।

বেহেশ্‌তের সুখ যখন ভোগ করিব—তখন ভোগ করিব। তাহা তো ভবিষ্যতের কথা, এখন তো দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছি। এরূপ সন্দেহ করা ভুল, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহারা কখনও দুঃখ-কষ্টে নাই। আসল কথা এই যে, যে বস্তুকে আপনারা দুঃখ-কষ্ট নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন, আল্লাহ্-ওয়ালাদের কাছে তাহা মুছিবৎই নহে। ইহার তথ্য এই যে, সুখ-শান্তির যেমন একটি বাহ্যিক আকার আছে আর একটি মূল আছে, তদ্রূপ মুছিবতেরও একটি বাহ্যিকরূপ এবং একটি মূল আছে।

দেখুন, কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ দিনের বিরহী মা'শুকের হঠাৎ সাক্ষাৎ পায় এবং মা'শুক তাহার আশেককে অতি জোরে কোলাকুলি দেয়, এমন কি তাহার পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়, তবে বাহ্যিকরূপে আশেক বেচারা ভয়ানক কষ্টের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তাহার অন্তরের অবস্থা তখন এইরূপ হয় যে, সে চায়, মা'শুক তাহাকে আরও জোরে আলিঙ্গন করিলেই ভাল হয়। আর মা'শুক যদি বলে যে, কষ্ট হইলে ছাড়িয়া দেই। তখন আশেক জবাবে বলিবে যে:

اسیرت نخواهد رهائی ز بند + شکارت نه جوید خلاص از کمند

"তোমার কয়েদী কয়েদখানা হইতে রেহাই চায় না। তোমার শিকার ফাঁদ হইতে মুক্তি অন্বেষণ করে না।"

www.BANGLAKITAB.com

আর যদি মাশুক বলে যে, তোমার কষ্ট হইলে তোমাকে ছাড়িয়া তোমার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইরূপে আলিঙ্গন করি, তখন সে বলিবে :

نه شود نصیب دشمن که شود هلاک تیغت + سر دوستاں سلامت که تو خنجر آزمائی

"তোমার তরবারি ধ্বংস হয় এমন ভাগ্য যেন দুশমনের না হয়, তোমার খঞ্জর পরীক্ষার জন্য বন্ধুদের মস্তক নিরাপদে রহিয়াছে।" আরও বলিবে :

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے + یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

"ইহাই মনের আক্ষেপ। ইহাই মনের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার পায়ের নীচে আমার প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া যায়।"

এমন কি, আশেক ব্যক্তির প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গেলেও সেই কষ্ট তাহার জন্য প্রকৃত শান্তি। অথচ বাহ্যিক দর্শনে দেখা যায়, সে খুবই কষ্টের মধ্যে আছে।

এতদুভয় ব্যক্তির পরস্পর মহব্বতের সম্পর্ক অবগত নহে এমন কোন বেগানা লোক যদি এই কঠোর আলিঙ্গন দেখিতে পায়, তবে তাহার খুবই দয়া হইবে এবং আশেক্‌কে ছাড়িয়া দিবার জন্য মা'শুককে অনুরোধ করিবে। কিন্তু আশেক ব্যক্তি এই দয়া ও সুফারিশকে নির্দয়তা এবং শত্রুতা বলিয়াই মনে করিবে। কেননা, সে জানে যে, এই সুফারিশের ফল এই দাঁড়াইবে যে, মা'শুক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া এখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপে খোদা তা'আলার সহিত যাহাদের সম্পর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে মুছিবতে পতিত দেখিয়া যদি আপনি হিতকামনা করিয়া আফসুস করেন যে, আহা! এই আল্লাহ্‌ওয়ালা বেচারা বড়ই মুছিবতের মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহাকে উক্ত মুছিবত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলেন—তাঁহারা আপনার হিতকামনাকে নিতান্ত অপছন্দ করিবে।

আমি আমার ওস্তাদ (রঃ) হইতে একটি গল্প শুনিয়াছি। কোন এক বুযুর্গ পথ দিয়া চলিতে চলিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যমিনের উপর পড়িয়া রাহিয়াছে। সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত। নীরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন, রাশি রাশি নূর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং লোকটি আল্লাহ্‌ওয়ালা শ্রেণীর। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং আদবের সহিত তাঁহার আহত স্থানের মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিতে লাগিলেন : "এই ব্যক্তি কে? আমার ও আমার মা'শুকের মধ্যস্থলে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে?" এবং বলিলেন : আমার অবস্থা এই :

خوشا وقتے که خرم روزگارے + که یارے برخورد از وصل یارے

"সেই সময়টুকু খুশীর এবং সেই যমানাটুকুই আনন্দময়; যখন এক বন্ধু আর এক বন্ধুর মিলন-সুধা পান করে।"

অতএব, মহব্বতের সম্পর্ক এমন বস্তু; যাহার কারণে অপছন্দনীয় বস্তু পছন্দনীয় এবং অসহনীয় বস্তু সহনীয় হইয়া যায়।